لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

বিশেষ সংখ্যা

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ফেব্রুয়ারী, ১৫/২৮ ১৯৬৩ সন ১৯শ সংখ্যা

মিনারাতুল মসিহ্ ও মস্‌জিদ আকসা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক:—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	কোরআন করীম অনুবাদ	১
২।	রোযার হকিকত	৬
৩।	রমযানুল মুবারকের বিশেষত্ব	৭
৪।	রোজা কি বোঝা	১১
৫।	রোযার মসায়েল	১৪
৬।	ঈ'দুল্ ফেৎরের খুৎবা	৩১
৭।	মুস্লেহ্ মাওউদ সম্বন্ধে মসিহ্ মাওউদ (আঃ) প্রাপ্ত ঐশীবাণী	৪১
৮।	'আল-অসিয়ত' ও মুস্লেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী	৪৪
৯।	মুস্লেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও আহ্মদীয়া জামাতের কর্তব্য	৫৪

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।

ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

* খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওদুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

For

COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় ঃ ১৬শ বর্ষ ঃঃ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৬৩ সন ঃঃ ১৯শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ বকরাহ

বিংশ রুকু ; চারি আয়াত ; ৬৮—১৬৫

১৬৫। নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে, সমুদ্রগামী জলযানসমূহে যাহা মানবের উপকার জনক বস্তুরাশি বহন করে, এবং সেই জলে যাহা আল্লাহ্‌ মেঘমালা হইতে বর্ষণ করতঃ তাহা দ্বারা মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করেন ও উহাতে সর্ব প্রকার জীবকে সঞ্জীবিত করেন, এবং বায়ুমণ্ডলের পরিচালনে, এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে সেবায় নিয়োজিত জলদজালে ধীমানগণের জন্য (আল্লার অস্তিত্ব ও একত্বের) বহুবিধ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৬৬। এবং কতক লোক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অনেককে তাঁহার সমকক্ষ (উপাস্য) করিয়া লইয়াছে, তাহারা উহাদিগকে এমনভাবে ভালবাসে যেভাবে আল্লাহ্‌কে ভালবাসা উচিত। তবে (কাফিরগণ তাহাদের বাতিল উপাস্যগুলিকে যেভাবে ভালবাসে) মুমিন আল্লাহ্‌কে তাহার চেয়ে অধিক ভালবাসে। আক্ষেপ! সীমালঙ্ঘনকারীরা যদি (জ্ঞান চক্ষু দ্বারা) সেই অবস্থাকে এখন দেখিতে পারিত যখন তাহারা (তাহাদের কর্মফলের পরিণাম) শাস্তিকে দেখিবে, তাহা হইলে বিশ্বাস করিত যে নিশ্চয় সমগ্র শক্তিই আল্লার এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

১৬৭। যখন কাফের নেতাগণ তাহাদের অনুগামিগণের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিবে এবং তাহারা (উভয় দল) শাস্তিকে দর্শন করিবে এবং তাহাদের সম্পর্কগুলি ছিন্ন হইয়া যাইবে—

১৬৮। তখন অনুগামীরা বলিবে: "যদি আমরা ফিরিয়া যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ঐ নেতাদের প্রতি আমরাও বিরক্তি প্রকাশ করিতাম যেভাবে তাহারা আমাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিল।" এইভাবেই আল্লাহ্ তাহাদের কার্যকলাপকে তাহাদের সামনে আক্ষেপ জনক করিয়া দেখাইবেন এবং তাহারা কখনও দুযখ হইতে বাহির হইতে পারিবে না।

একবিংশ রুকু; নয় আয়াত; ১৬৮—১৭৭

১৬৯। হে মানব! পৃথিবীতে যাহা বৈধ ও পবিত্র তাহা ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৭০। সে তো শুধু আদেশ করে তোমাদিগকে অশ্লীল ও অন্যায় কার্য করিতে এবং আল্লার প্রতি অযথা কথা আরোপ করিতে, যাহা তোমরা জান না।

১৭১। যখন তাহাদিগকে বলা হয় আল্লাহ্ যাহা নাযিল করিয়াছেন তোমরা তাহার অনুগমন কর, তাহারা বলে: "আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যে পথে পাইয়াছি তাহারই অনুসরণ করিব।" (জিজ্ঞাসা কর) যদিও তাহাদের পিতৃপুরুষগণ কোন কিছু না বুঝিয়া থাকে এবং সুপথগামী না হইয়া থাকে, তবুও কি?

১৭২। কাফিরদের উপমা সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে রাখালের মত এমন জীবগুলিকে ডাক দেয় যাহারা ডাক ও চীৎকার ব্যতীত আর কিছুই শুনে না; (কাফিরগণ জ্ঞানের দিক দিয়া) বধির, মূক ও অন্ধ সুতরাং কিছুই বুঝিতে পারে না।

১৭৩। হে মুমিনগণ! আমরা তোমাদিগকে যে সমস্ত পবিত্র জিনিষ দান করিয়াছি তাহা হইতে ভক্ষণ কর এবং যদি তোমরা একমাত্র আল্লারই উপাসক হও, তবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক।

১৭৪। তিনি তোমাদের জন্য হারাম করিয়াছেন শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেই জিনিষ যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করা গিয়াছে। তবে যে ব্যক্তি আল্লার আইন ভঙ্গ করার ইচ্ছা না করিয়া এবং (প্রয়োজনের) সীমা অতিক্রম না করিয়া (এই সমস্ত নিষিদ্ধ বস্তু) খাইতে বাধ্য হয়, তাহার কোন পাপ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, বার বার দয়াকারী।

১৭৫। আল্লাহ্ কিতাবের যে আইন নাযিল করেন, উহা যাহারা গোপন করে এবং তাহার বিনিময়ে সামান্য (পার্থিব) সম্পদ গ্রহণ করে, তাহারা শুধু আগুন খাইয়া তাহাদের উদর পূর্ণ করিতেছে এবং আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাহাদের সহিত (দয়া পূর্ণ) কথা বলিবেন না এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধও করিবেন না এবং তাহাদের জন্যই যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি।

১৭৬। তাহারাই ক্রয় করিয়াছে সত্য পথের বিনিময়ে বিপথকে এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তিকে। দুযখের শাস্তি বরণ করিতে তাহারা কতই না ধৈর্যশীল!

১৭৭। (কাফিরগণের) এবম্প্রকার আচরণ এই জন্য যে, আল্লাহ্ সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করিয়াছেন এবং যাহারা এই কিতাব (কোরআন) সম্বন্ধে মতভেদ পোষণ করে, নিশ্চয় তাহারা সুদূর বিরোধিতায় নিপতিত।

দ্বাবিংশ রুকু; ছয় আয়াত: ১৭৮—১৮৩

১৭৮। শুধু পূর্বদিকে বা পশ্চিম দিকে অভিমুখী হওয়া পূণ্য নহে, বরং প্রকৃত পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে আল্লার উপর, পরকাল, ফিরশিতাসমূহ, কিতাব এবং নবীগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং আল্লার ভালবাসা পাওয়ার জন্য আত্মীয়গণ, পিতৃহীনগণ, পথিক, ভিক্ষুক এবং দাসমুক্তির জন্য ধন বিতরণ করে এবং যে নমাযকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং যকাত দান করে এবং যাহারা প্রতিজ্ঞা করার পর উহা পূর্ণ করে এবং যাহারা কষ্টে, অভাবে এবং যুদ্ধ কালে ধৈর্য ধারণ করে। উহারাই তাহাদের (ঈমানের দাবীর) সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে এবং উহারাই আল্লাহ্কে যথার্থ ভয় করে।

১৭৯। হে মুমিনগণ! তোমাদিগকে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণের আদেশ দেওয়া যাইতেছে—স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস এবং নারীর বিনিময়ে

নারী। তবে যদি হত্যাকারীকে হত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী (ফিদিয়ার বিনিময়ে) প্রাণ-হরণ হইতে অব্যাহতি দেয়, তবে হন্তার পক্ষে ন্যায় সঙ্গত 'ফিদিয়া' দিতে সম্মত হওয়া উচিত এবং যথাশীঘ্র যথোপযুক্ত 'ফিদিয়া' আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। উহা তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে (শাস্তিকে) লঘু করা এবং মহা করুণা। অতঃপর, যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করিবে, তাহার জন্য বেদনা দায়ক শাস্তি নির্ধারিত আছে।

১৮০। হে বুদ্ধিমানগণ! (হত্যার ব্যাপারে) প্রতিশোধ গ্রহণ করাতে তোমাদের (জাতীয়) জীবন নিহিত রহিয়াছে। নিশ্চয় তোমরা (ইহা দ্বারা হত্যা হইতে) নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে।

১৮১। তোমাদিগকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তোমাদের কাহারো যখন মৃত্যু (কাল) সন্নিকট হয় এবং সে যদি কিছু সম্পদ রাখিয়া যায়, তবে যেন পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য ন্যায় সঙ্গত বিভাগের নির্দেশ দান করে। নিশ্চয় মুত্তকীগণের জন্য উহা অবশ্য কর্তব্য।

১৮২। যে কেহ ঐ নির্দেশ শুনার পর উহা পরিবর্তন করিবে, উহার পাপ পরিবর্তন-কারীদের উপর বর্তিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ (প্রত্যেক কথা) সম্যক শুনেন এবং (প্রত্যেক বিষয়) পূর্ণভাবে জানেন।

১৮৩। যে ব্যক্তি নির্দেশদাতার প্রতি আশঙ্কা পোষণ করে যে সে ঐ নির্দেশে কাহারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে বা অন্যায় করিয়াছে এবং (এই কারণে সে উক্ত নির্দেশ পরিবর্তন করিয়া) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে, তবে তাহার কোন পাপ হইবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, বার বার দয়াকারী।

এয়োবিংশ রুকু ; ছয় আয়াত ; ১৮৪-১৮৯

১৮৪। হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হইয়াছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর ফরয করা হইয়াছিল, যেন তোমরা সংযমী হও।

১৮৫। (রোযা রাখিতে হইবে) গণিত কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে পীড়িত হয় বা ভ্রমণে থাকে, সে অন্য সময়ে ঐ সংখ্যক রোযা রাখিবে এবং যাহারা (অতি কষ্টের সহিত) রোযা রাখিতে পারে, তাহারা (রোযা না রাখিয়া) প্রতি রোযার বিনিময়ে একজন দরিদ্রেকে এক দিনের আহার্য দান করিবে এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া পুণ্য কার্য করিবে, তাহার জন্য উহা আরও উত্তম এবং যদি তোমরা বুঝিতে পার, তবে রোযা রাখা তোমাদের জন্য মঙ্গল জনক।

১৮৬। রমযান চান্দ্র মাসেই পবিত্র কুরআনের প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। (পবিত্র কোরআন)

মানব জাতির পথ প্রদর্শক এবং হেদায়ত ও সত্য মিথ্যা মীমাংসার অকাট্য প্রমাণ পঞ্জী। অতএব, যে কেহ এই মাসে (আবাসে) উপস্থিত থাকে, (এই মহা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) তাহার পক্ষে সারা মাস রোযা রাখা ফরয। এবং যে কেহ পীড়িত থাকে বা প্রবাসে থাকে, সে অন্য সময়ে সম সংখ্যক দিন রোযা রাখিবে। অল্লাহ্ তোমাদের জন্য (বিধানকে) সহজ করিতে চান কঠিন করিতে চাহেন না। ফলে, তোমরা যেন গণিত দিনগুলি পূর্ণ করিতে পার এবং আল্লাহ্ যে তোমাদিগকে (কোরআনের দ্বারা) হেদায়েত দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার মহিমা বর্ণনা কর এবং যেন (আল্লার প্রতি বাচনিক, শারীরিক ও আর্থিকভাবে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে থাক।

১৮৭। এবং (হে মুহাম্মদ) যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, (তুমি তাহাদিগকে বলিও) নিশ্চয় আমি (তাহাদের) নিকটে। যখনই কোন প্রার্থনাকারী আমার নিকট প্রার্থনা করে, আমি তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করি। অতএব, তাহারাও যেন আমার আহ্বান গ্রহণ করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা অভীষ্ট পথ প্রাপ্ত হইবে।

১৮৮। রোযার রাত্রিতে তোমাদের স্ত্রীগণের সহিত রমণ করাকে তোমাদের জন্য বৈধ করা গিয়াছে। উহারা তোমাদের আবরণ এবং তোমরাও তাহাদের আবরণ। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা (সংস্কার বশতঃ) নিজেদের ন্যায্য অধিকারকে বিনষ্ট করিতেছিলে। সেই জন্য আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয় হইয়াছেন এবং তোমাদের অসুবিধা দূর করিয়া দিয়াছেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের সহিত সহবাস কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাওয়ার চেষ্টা কর। এবং রাত্রির কালিমা হইতে ফজরের শ্বেতিমা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত প্রাণাহার কর। অতঃপর রাত্রির আগমন পর্যন্ত রোযার (শর্তগুলি) পূর্ণ কর। এবং মস্‌জিদে এ'তেকাফে থাকা কালে তাহাদের সহিত কোন প্রকার রমণ করিও না। ইহা আল্লার নির্ধারিত বিধান। অতএব, উহা (লঙ্ঘন করার) নিকটবর্তী হইও না। এইভাবে অল্লাহ্ মানুষের জন্য তাঁহার আদেশ নিষেধ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যেন তাহারা ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে।

১৮৯। এবং তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভোগ করিও না এবং লোকের সম্পত্তির অংশ অবৈধভাবে ভোগ করার উদ্দেশ্যে হাকিমদের দরবারে উহার জন্য মিথ্যা মুকদ্দমার সৃষ্টি করিও না এবং (এবম্বিধ আচরণ যে অন্যায়) তাহা তোমরা জান।

[ক্রমশঃ]

রোযার হকিকত (আধ্যাত্মিক তত্ত্ব)

[১৯০৬ সনের সালানা জলসায় হযরত মসিহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী আলাইহেস্ সালামের বক্তৃতা, 'কলেমা তাইয়েবা' হইতে অনুদিত।]

"অল্প আহার এবং ক্ষুদা সহ্য করাও আত্ম শুদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। ইহাতে দিব্য দর্শন শক্তি ('কাশফী তাকত') বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু রুটী খাইয়া বাঁচে না। অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য একেবারেই পরিত্যাগ করা আপনার উপর ঐশী কোপ ('কহ্রে-এলাহী') আনয়ন করা। কিন্তু রোযাদারের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে রোযার অর্থ শুধু এই নয় যে মানুষ অনাহারে থাকে—বরং খোদার জিকির, তাঁহাকে স্মরণ করাতে অত্যন্ত মশগুল থাকা উচিত। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লালাম রমযান শরীফে বহু এবাদত করিতেন। এই দিনগুলিতে পানাহারের চিন্তা হইতে ফারেগ হইয়া—এই প্রয়োজনগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আল্লাহ্-তা'লার প্রতি মনোনিবেশ ('তাবাত্তুল্-ইলাল্লাহ্') করা চাই। দুর্ভাগা ঐ ব্যক্তি, যে দৈহিক রুটী লাভ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রুটীর পরওয়া করে না। দৈহিক রুটী দ্বারা দেহের শক্তি লাভ হয়। এইরূপই আধ্যাত্মিক রুটি আত্মাকে কায়েম রাখে এবং তদ্বারা আত্মার শক্তিগুলি সতেজ হয়। খোদার নিকট সাফল্য চাও। কারণ তিনি সামর্থ্য দিলেই সব দরজা খোলে।"

●

অনুগ্রহ পূর্বক

'আহ্মদী'র চাঁদা যাঁহার বকেয়া আ পরিশোধ করুন।

'আহ্মদী'র নূতন গ্রাহক দিন।

বিনিত
ম্যানেজার

রমযানুল্ মুবারকের বিশেষত্ব

—মুকার্রাম শেখ নূর আহ্মদ মুনীর সাহেব,
নিকট প্রাচ্যের প্রাক্তন মুবাল্লিগ।

১। রোযা ফরয হওয়া ঃ

ইস্লামের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে হযরত রসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম কোরায়েশদের অসহনীয় নিপীড়নে মক্কা মুয়ায্যামা হইতে মদীনা মুনাওয়ারা হিজরৎ করিলে পর হিজরতের দ্বিতীয় বৎসর শা'বান মাসে মুসলমানগণের উপর রোযা ফরয করা হয়। ইস্লামের 'পাঁচ আরকানের' মধ্যে রোযা চতুর্থ রুকুন বা থাম। কোরআন করীমে রোযা সম্বন্ধে এই স্পষ্ট উক্তি করা হইয়াছে ঃ

> "হে মুমেনগণ, তোমাদের উপর রোযা রাখা ফরয করা হইয়াছে তোমাদের পূর্বে যেমন লোকদের প্রতি ফরয করা হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও চারিত্রিক দুর্বলতা হইতে রক্ষা পাও।"
> ['সুরাহ্ বাকারাহ,' রুকু ২৩]

কোরআন করীমে উল্লিখিত স্পষ্ট উক্তি দ্বারা খোদা-তা'লা এক দিকে রোযা অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, ইহার ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে খুলিয়া বলিয়াছেন যে, এই রোযা কোন নূতন বা অভিনব হুকুম নয় এবং ইহা কোন সহনাতীত কষ্ট ও নয়। ধর্ম ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিশ্বের সব ধর্মেই রোযা অবশ্য পালনীয় ব্যবস্থা ছিল। ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইত। এখনও প্রাচীন ধর্ম অনুষ্ঠান স্বরূপ বিভিন্ন ধর্মের অনুবর্তিগণ রোযা ('উপবাস') পালন করিয়া থাকেন। ইহুদীরা হযরত মুসা আলাইহেস্ সালামের অনুবর্তিতায় রোযা পালন করে। সিরিয়া ও ফেলিস্তিনে থাকা কালে আমি দেখিয়াছি ইহুদীরা বিশেষ সতর্কতার সহিত রোযা রাখে। বাইবেলে হযরত মুসা (আঃ) সম্বন্ধে লিখিত আছে ঃ

> "সেই সময়ে মোশী চল্লিশ দিবারাত্র সেখানে সদা প্রভুর সহিত অবস্থিতি করিলেন, অন্ন ভোজন ও জল পান করিলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মের বাক্যগুলি অর্থাৎ দশ আজ্ঞা লিখিলেন।"
> ['যাত্রা পুস্তক,' ৩৪ ঃ ২৮]

হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামও রোযা রাখিতেন। তাঁহার অনুবর্তিতায় খৃষ্টানগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত রোযা পালন করে। ইঞ্জীলে লিখিত আছে ঃ

"তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, অত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন। আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন।"

['মথি,' ৪ ঃ ২-৩]

এখানে 'অনাহার' ইঞ্জীলের পরিভাষা স্বরূপে 'রোযার' স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাচীন মিসরীয়দের মধ্যে রোযার প্রচলন ছিল। গ্রীকেরা বিশেষ সতর্কতার সহিত রোযা রাখিত। হিন্দু ধর্মে 'উপবাস ব্রত' পালনের ব্যবস্থা আছে এবং হিন্দুগণ তাহা পালন করিয়া থাকে।

কোরআন করীমের এই ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমর্থনে Fasting শীর্ষাধীনে Encylopaedia Britannica ৯ম খণ্ড, ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত পাই :—

"By the grcater number of Religions, in the lower middle and higher cultures alike fasting is largely prescribed"

অর্থাৎ, "সভ্যতার নীচ, উচ্চ, মধ্য মার্গ নির্বিশেষে অধিকাংশ ধর্মই উপবাস (রোযা) বহুলরূপে ব্যবস্থা করিয়াছে।"

২। 'লা আ'ল্লাকুম্ তাত্তাকূন' :

কোরআনের রচনা বৈশিষ্ট্য এক সুদীর্ঘ বিষয়। কোরআনে ব্যবহৃত শব্দ ও ধাতু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও জ্ঞানের মহাভাণ্ডার। ইস্‌লামে রোযার মূল দর্শন ও গোড়ার উদ্দেশ্য লাআ'ল্লাকুম্ তাত্তাকূনের" অনুবাদ একান্তই স্থূলভাবে করা হইতেছে এবং কোরআনের ভাষা বৈচিত্র, ও সৌন্দর্য মহাত্মোর প্রতি দৃক্‌পাত এবং صوم ('সূম') ও تقوى ('তাক্‌ওয়া') শব্দ তত্ত্ব গবেষণায় রত না হইয়া কেবলমাত্র বস্তু নিরপেক্ষ পারিভাষিক অর্থ কোরআনের আদেশাবলী ও আহাদিসে নবুইয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই করা যায় যে, এক জন বুদ্ধিমান, সাবালক ও সুস্থ মুসলমান প্রভাত হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার যৌন মিলনাদি সম্পর্ক, গালিগালাজ, পর-নিন্দা, পর-চর্চা ('গিবত) হইতে বিরত থাকে এবং এই সময়ে কোরআন পাঠ এবং ইহার অর্থ অনুধাবন ও পালনে ব্রতী থাকে, 'তারাবিহ' ও 'তাহাজ্জুদ নামায পাঠ করে, দীন-দরিদ্রের সেবা করে এবং এবাদতে মশগুল থাকিবার চেষ্টা করে। একজন মুসলমান এই মহাশীষপূর্ণ 'বাবরকত' দিনগুলিতে তাহার চিত্ত ও দেহের প্রত্যেক অংশের সংযম সাধন করে। দেহের প্রতি অংশই কার্যতঃ অনুভব করিতে থাকে যে, উহার মধ্যে রোযার ফলে এক প্রকার বিশেষ পরিবর্তন আনীত হইবে। তখন মানব প্রবৃত্তিগুলিতে এক বিশেষ প্রকার অধ্যাত্মিক মহা পরিবর্তন সাধন হয়। ইহা 'ইস্‌লাহে নফ্‌স' বা 'আত্ম-শুদ্ধি' বলিয়া অখ্যায়িত। কোরআনের পরিভাষায় ইহা 'তাক্‌ওয়া'। কারণ রোযার প্রধান উদ্দেশ্য 'লাআ'ল্লাকুম্ তাওয়াকুন'।

। রোযার ফযিলত ঃ

রোযার অবস্থায় এবং ইহার সম্যক পাবন্দী ও নিয়ম পালনে একজন মুসলমানকে তাহার প্রবৃত্তি, অনুভূতি ও আগ্রহাদির কুরবানী করিতে হয়। যাবতীয় আসক্তি ও ভোগাদি ত্যাগ করিতে হয়। পিপাসায় রোযাদারের জিহ্বা ও কণ্ঠ শুষ্ক হয়। পানি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাহায় জন্য হারাম। প্রবৃত্তি কোন জিনিষ পাইতে চায়। কিন্তু 'রাব্বানী হুকুম' ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি উহার বিরোধী বলিয়া পরিতুষ্টি সাধনে নিবৃত্ত থাকে। এই নিয়মানুবর্তিতার মূল ও একমাত্র উদ্দেশ্য আত্ম সংযম ও ধৈর্য স্বরূপ গুণাবলীর উদ্ভব ও উৎকর্ষতার সাধন, যাহার ফলে বহু প্রকার বিবাদ ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াদির অবস্থা জন্মিতেই পারে না। কারণ অনেক জটিলতার মীমাংসা শুধু সংযম ও ধৈর্যে নিহিত।

রোযা প্রতি বৎসর একই মাসে আমাদের নিকট আমাদের বিশেষ ট্রেনিং সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় তলব করে। নির্দিষ্ট সময় রোযা রাখিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়েই রোযা ইফ্‌তার করিতে হয়। 'তারাবিহ্' ও 'তাহাজ্জুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাবলম্বন করিতে হয়। পিপাসা ও ক্ষুধার ফলে মানুষের অনুভব শক্তি সতেজ হয়। তাহার বিবেক বুঝিতে পারে যে জাতির ঐ সকল দরিদ্র ও অনুন্নত ব্যক্তিদের অবস্থা কি— যাহাদের খাওয়ার জন্য পয়সা নাই, দেহ ঢাকার জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন, শীত তাপের প্রকোপ ও অনিষ্ট হইতে রক্ষার্থে উপযুক্ত জামা ও কাপড়ের প্রয়োজন এবং যাহাদের জিজ্ঞাসা করার কেহ নাই এবং সেই এতিম ও বিধবাদের কত কি যে সহ্য করিতে হয়। তাহাদের দৈনন্দিন খাদ্যের প্রয়োজন। তাহাদের সুখ সাচ্ছন্দ্য ও জীবন যাত্রায় সাহায্যকারীরা নীরব, নিঝুম সহরকোণে চির নিদ্রিত। এইরূপ বিশেষ পরিস্থিতে বিবেচনাশীল চেতনাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারে যে, রোযা নিশ্চয়ই এক বৈপ্লবিক আন্দোলন, যাহা জাতিতে ঘনিষ্টতা, ঐক্য, সাম্য, প্রেম, হৃদ্যতা, শৃঙ্খলা পরায়ণতা, পরিশ্রম, কষ্ট সহিষ্ণুতা, আজ্ঞানুবর্তিতা, উত্তম ব্যবহার, সৌজন্য, সুনীতি ধনী দরিদ্র তারতম্যহীনতা, আত্মীয়তা পালন, সংযম, আল্লাহ্‌র ও বান্দার হকে প্রতি লক্ষ্য এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয় সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্‌র দিকে নত করে।

পক্ষান্তরে, রোযার ফলে গর্হিত গর্ব, অহঙ্কার, স্বমত প্রাধান্য ও স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা প্রতিশ্রুতি-হানি, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাবাদিতা, আত্মপরতা, অপব্যয়, ঘুস, সুদ, মদ্যপান, পাষাণ চিত্ততা, নির্লজ্জতা ও কদাচার দূর হয়। ইহাই ইস্‌লামের উদ্দেশ্য। মুহাম্মদীয় রেসালতের ইহাই দর্শনতত্ত্ব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলেন ঃ

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

["বুয়েস্‌তু লেউতাম্মেমা মাকারেমাল্‌-আখ্‌লাক"]

"শুন ও উপলব্ধি কর, আমি প্রেরিত হওয়ার এক মাত্র উদ্দেশ্য যেন পৃথিবীতে নৈতিকতার সম্যক মান স্থাপন করি।"

রোযার ফলে ব্যক্তি চরিত্র উন্নতির ন্যায় জাতীয় চরিত্রেরও উন্নতি হয়।

৪। "উন্‌যিলা ফিহিল্‌ কোরআন"

রমযান মাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখ-যোগ্য অবদান ও বিশেষত্ব এই যে, এই পবিত্র মাসে কোরআন নাযেল হইয়াছিল। রোযার কল্যাণ, আজ্ঞানুবর্তিতা, ও কোরআন তেলাওত একত্রে মানব-চিত্তে অত্যাশ্চর্য আধ্যাত্মিক (রুহানী) অবস্থা আনয়ন করে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু ও সাল্লাম বলেন ঃ

"রমযান ও কোরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করিবে। রোযা বলিবে ঃ 'খোদা, আমি তাহাকে খাওয়া ও কাম হইতে দিবায় নিবৃত্ত রাখিয়াছি। এজন্য তুমি তাহার জন্য সুপারিশ কবুল কর'। কোরআন বলিবে ঃ 'আমি তাহাকে রাত্রে নিদ্রা হইতে বিরত রাখিয়াছি—শুইতে দেই নাই। এ কারণ তাহার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর'। তাহাদের সুপারিশ কবুল করা হইবে।"

['বয়হকী']

কোরআন করীম পাঠ এবং ইহার অর্থ বুঝা ও পালনে মানুষের আধ্যাত্মিক দর্শন-শক্তি সতেজ হয় এবং সে শয়তানী খেয়াল ও প্রভাব হইতে নিরাপদ হয়। অধিকন্তু মানুষ আধ্যাত্মিক স্বস্তি, শান্তি ও পরম আনন্দ লাভ করে।

বস্তুতঃ, এই দিনগুলি বড়ই বরকত পূর্ণ। এক হাদিস অনুসারে যাহার রমযান রোযা ছাড়া অতিবাহিত হয়, সে অতিশয় দুর্ভাগা। কারণ, রোযা প্রকৃতপক্ষে জাতির মধ্যে নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক বিপ্লবাত্মক মহা পরিবর্তন আনার জন্য ফরয করা হইয়াছে। ইস্‌লামের এই মহান থাম—এই রুকুন বিশেষত্ব জনক। অন্য ধর্ম সমূহের উপাস বা উপবাস সম্পূর্ণরূপে এই বিশেষত্বময় রূপবর্জিত।

রোজা কি বোঝা ?

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

বর্তমান বিশ্বের প্রায় ⅔ অংশ লোক অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। মানবতার জন্য ইহা একটি বড় অভিশাপ। এই দুষ্ট রাহুর অক্টোপাশ হতে মানবতাকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের বিরাম নেই। বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে অনুন্নত দেশ সমূহে কোটি কোটি টাকা খরচ করে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন পরিচালনা করা হচ্ছে।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রোজা রাখাকে হয়ত কেউ বোকামী বলেও গণ্য করতে পারে। একদিকে উপবাসকে তাড়ানোর সংগ্রাম করা, আপর দিকে উপবাসকেই আবার আনন্দে সাদর আহ্বান জানানে—স্বেচ্ছায় মানবতার উপর বোকামীর বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার মতই মনে হয় না কি? তবে কি ইস্‌লামি শিক্ষা, কোরআনের নির্দেশ নবী করীম ছাঃ য়ের ছুন্নত এই বোকামিকেই প্রশ্রয় দিয়ে আসছে ও মোসলেম জগত ইহার স্বীকৃতি দিয়ে চলছে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে। বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকেও মুসলমানেরা তাদের বোকামী দেখতে পাচ্ছে না? আবার তারাই বা কেন অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলন নিয়ে এত হুড়াহুড়ি করছে?

বস্তুতঃ, যাঁরা রোযা রাখাকে তাদের জীবন আদর্শের প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের পক্ষে আধুনিক মনের এ সব জিজ্ঞাসাকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। তা'ছাড়া মাহে রমজানে মোসলেম জগতকে আরো অনেক কিছু করতে হয়—যা সাধারণ বিচারে মানবতার উপরে অযথা বোঝা চাপানোর মতই মনে হয়। রমজানের পুরো মাসটি ভরেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রত্যহ শুধু খাদ্য নয়, পানীয়, এনন কি ধূমপান হতেও নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে বিরত রাখতে হয়। ঐ সময়ের জন্য স্বামী-স্ত্রীকে যৌন-মিলন হতেও বিরত রাখতে হয়। রোযাদারকে রাত্রি জাগতে হয়, নফল তারাবী পড়তে হয়; দান খয়রাত বাড়াতে হয়; ফেৎরা দিতে হয়। কোরআন হাদীস বেশী করে পড়তে হয় ও এ সবের দরসেও হিস্যা নিবার জন্য তৎপর হতে হয়; লায়লাতুল কদরের সন্ধানেও উতলা হতে হয়। অনেকে রোযার শেষ দশ দিন ইতেকাফে বসে নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে আল্লাহ্‌র ধ্যান ধারণায় মত্ত করে রাখেন। রোজা বৎসর বৎসর

ঘুরে যেমন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময়েও হতে পারে আবার হাড় ভাংগা শীতেও পড়তে পারে। এ সবের প্রত্যেকটিই কষ্টকর এবং জীবনে নানা ধরণের নিয়ন্ত্রণ ডেকে আনে। রোজা সম্বন্ধে এ সব অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

এখন দেখা যাক, রোজা রাখার আদেশ দিয়ে কোরআন মানবতার উপর বোকামীর বোঝা চাপাচ্ছে কিনা। এ নিয়ে বিচার করতে হলে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, উপবাস মাত্রই বোকামী কিনা এবং কি কি কারণে মানুষকে উপবাস থাকতে হয়। বর্তমান যুগে খাদ্যাভাব ছাড়া আরো নানা কারণ ও প্রয়োজনে মানুষ উপবাস করে থাকে। এই সব কারণের অনেকগুলোই শুধু যে স্বেচ্ছাকৃত তাহা নহে, বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচায়ক বলেও গণ্য হয়ে থাকে, যেমন—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসেলের জন্য, বেতন ভাতা ইত্যাদি বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যগত কারণেও উপোস করা একান্ত প্রয়োজন হতে পারে। এ সবকে বোকামী বল্লে, যিনি বল্লেন এ যুগকে হয়ত তিনিও বোকা বলবেন। সুতরাং এ সব হতে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তিপূর্ণ কারণ থাকলে উপোস না করাই বরং বোকমা। রোজায় উপবাসের উদ্দেশ্য কি, এই উপবাসের বিনিময়ে কি কি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এ সব নিয়ে বিচার না করে ইহাকে বোকামীর ঘরে, যোল আর বা যা হউক না কেন, বুদ্ধিমানের কাজ বলে কখনও গণ্য করা যায় না।

রমজান মাসে মোসলেম জগত উপবাসকেই বরণ করে নেয় বলে 'অধিক খাদ্য ফলাও' আন্দোলনের কোনই অর্থ থাকে না—এ প্রশ্নটির উত্তরের জন্য আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। যারা খাদ্যাভাবের দরুণ অনাহার অর্ধাহারে দিন কাটাইচ্ছে, তারা বাধ্য হয়েই অবস্থার চাপে পড়ে উপবাস করছে। এখানে আদর্শ বা উচ্ছাভিলাসের কোন স্থান নেই। সুতরাং স্বেচ্ছায় বৎসরের কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য উপবাস ব্রত হিসেবে পালন করার সাথে ইহার কোন তুলনাই হতে পারে না। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে রমজান মাসে যারা রোজা রাখেন তাঁরা বোধ হয় খাওয়া দাওয়া খুব বেশী কম করেন না এবং তৌফিক থাকলে এ বাবৎ বরং খরচ পাতি কিছুটা বেশীই করে থাকে। যাক এ নিয়ে আর আলোচনা বাড়াচ্ছি না।

কোরআন রোজার উদ্দেশ্য সম্বন্ধ যা বলেছে তার উদ্ধৃতি দিয়েই আলোচনা করা যাক। ছুরা বাকারার ২৩ রুকুতে ৩টি আয়াতে আল্লাহ্-তা'লা রমজানের ইতিহাস নিয়ম কানুন উদ্দেশ্য, আদর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন। ঐ রুকুর তিনটি আয়াতের বাংলা তরজমা দিচ্ছি :

১৮৩) "শোন, হে মোমেনগণ! তোমাদের জন্য 'ছিয়াম' ফরজ করা হয়েছে, ঠিক

যেমন তোমাদের পূর্ব-পূর্ব পুরুষদের জন্য ফরজ করা হয়ে ছিল, যেন তোমরা পরহেজগার হতে পার।"

সুতরাং পরহেজগার বা মোত্তাকি হওয়াই রোযার আসল লক্ষ্য।

১৮৬) "আমার কোনও বান্দা যখন আপনার কাছে আমার বিষয়ে কিছু জানতে চায়, তখন আমি কাছেই থাকি। আবেদন কারীর ফরিয়াদ আমি কবুল করে থাকি যখন সে আমাকেই ডাকে। সুতরাং কর্তব্য হচ্ছে আমার হুকুম যেন মেনে চলে, আমার উপরে আস্থাবান হয় যেন সরল সহজ সত্য সনাতন পথে এগিয়ে যেতে পারে।"

এই আয়াতে রোযার দ্বারা বান্দার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির কথা বলা হয়েছে।

১৮৮) তোমরা জেনেশুনে একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে খেয়ো না, আর শাসনকর্তাদের কাছে তা পৌঁছে দিও না যাতে তোমরা জন সাধারণের সম্পত্তির কোনও অংশ অন্যায়ভাবে খেতে পারবে।

[তর্জমা হাকীম আবদুল মন্নান]

এই আয়াতে রোজা রাখার ফলে সমাজ কি ভাবে উপকৃত হতে পারে সে ইংগিত দেওয়া হয়েছে। এ সব আয়াত অতি সুস্পষ্ট ভাবে রোজার তাৎপর্য বলে দিয়েছে। সুতরাং এ নিয়ে আর আলোচনা বাড়াচ্ছি না। দেখা যাচ্ছে রোজার উপবাস মানুষের দৈহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান উন্নয়নের পথ করে দেয়। রমজান ইস্‌লামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। পূর্বেই বলা হয়েছে উপোস ইহার আসল লক্ষ্য নয়। উপোসের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণ, মানবতা বোধ ও বান্দার হৃদয়ে খোদা-প্রেম জাগ্রত করে তোলাই ইহার লক্ষ্য। ঐ সবের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন সৌন্দর্য ও সুষমায় ভরে তুলতে পারি।

অন্য দিক থেকে বিচার করিলেও দেখা যাবে রোজা মানবতার জন্য বোঝা ত নয়ই বরং একটি বড় নেয়ামত। অন্যান্য জীব ও মানুষের মাঝে বড় একটি ব্যবধান হলো—মানব জীবনে সাধ্য-সাধনাও ধ্যান-ধারণার তাগিদ ও আয়োজন রয়েছে। এ সবকে বাদ দিলে মানব জীবন পূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু অন্যান্য জীবের বেলাতে এ সবের তেমন কোন বালাই নেই। মানুষের জীবনে এ সব আছে বলেই সে কৃতকার্যতা লাভে আনন্দ পায়, উৎসাহ উদ্দীপনায় মাতোয়ারা হয়। প্রাণ ভরে সে বিজয়ের উল্লাস ভোগ করে, আত্ম প্রসাদ লাভ করে। বস্তুতঃ সাধ্য-সাধনা ধ্যান ধারণাই আদম সন্তানের জীবনকে গতিশীল করেছে। তা না হলে তাকেও অন্যান্য জীবের মতই চিরকাল ধরে একই অবস্থায় থেকে যেতে হতো। সুতরাং জীবনে ত্যাগ তিতিক্ষার সম্মুখীন হলে ঐ সব বোকাদের জন্য বুদ্ধিমানরা ঐ সব হতে দূরে থাকলে

ভুল করবে এবং তাহা হবে মারাত্মক ভুল। দেখতে হবে যে ত্যাগ তিতিক্ষার সম্মুখীন হতে হচ্ছে—ইহার উদ্দেশ্য কি—ইহাতে ফায়দা কি?

নিজের ও দেশের কল্যাণের জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তা'না হলে বরং নিজের অন্তর শক্তির বিকাশকেই দাবিয়ে রাখা হবে। এই অবস্থায় নিজকেই মানবতার জন্য বোঝা করে তোলা হবে। মাহে রমজান আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিতে আসে। তাই জানাই তাকে মুবারকবাদ। হে আল্লাহ্, তুমি শক্তি দাও, যেন রোজাকে বুঝতে পারি এবং ইহাকে অযথা বোঝা মনে না করি।

রোযার মসায়েল

—হযরত কাযী যহূরুদ্দীন আকমল সাহেব

[হযরত কাযী সাহেব মসিহ্-মাওউদ আলা-ইহেস্ সালামের একজন বিশেষজ্ঞ সাহাবী এবং আল্লাহ্‌র ফযলে এখনো জীবিত আছেন। প্রবন্ধটি তাঁহার লিখিত 'সুন্নতে আহ্‌মদীয়া' কেতাব হইতে গৃহীত। কেতাবখানি ১৯১০ সনে প্রকাশিত হয় এবং হযরত খলিফা আউওয়াল রাযী আল্লাহু-তা'লা আন্‌হু ইহাকে পাঠ পূর্বক সব দিক দিয়াই পসন্দ করিয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যাঁহারা ফেকার দলীল প্রমাণের নানা খুটিনাটি জিজ্ঞাসা করেন এবং গবেষণামূলক তথ্য জানিতে চান, আমরা বিশেষভাবে তাঁহাদের জন্য ইহা প্রকাশ করিলাম।— সঃ আহ্‌মদী]

রোযার উদ্দেশ্য

যাহাতে রোযাদার মুত্তাকী হয়, এ জন্য রোযা ফরয করা হইয়াছে। সে বুঝিতে পারে যে ইচ্ছা করিলে এক সময় পর্যন্ত বৈধ হালাল জিনিষগুলি হইতে বিরত থাকার ন্যায় (১) হারাম, নিষিদ্ধ বিষয়গুলি হইতেও চাহিলে বিরত থাকিতে পারে; (২) দরিদ্রদের অবস্থা কি সঠিক ধারণা করিতে পারে; (৩) কষ্ট সহ্যের অনুশীলন হয়।

সম্পূর্ণ এক মাস এ জন্য রাখা যাহাতে 'নাফস' দমন হয়। রুহানিয়তের বিজয় লাভের জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন।

চাঁদের হিসাব রাখার কারণ, যাহাতে সব মৌসুমরই অভিজ্ঞতা জন্মে।

খাদ্য প্রতিযোগিতা রাখা হয় নাই। কারণ নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। মানুষের প্রকৃতি নানারূপ। তারপর, আন্তরিকতাহীন ব্যক্তি তাহাতে বেইমানী করিতে পারে।

বিশেষ মাস রাখার উদ্দেশ্য 'জবেদা' বা দৈনিক নিয়ম নির্ধারিত না থাকিলে মানুষ অকর্মণ্য ওজরের বশবর্তী হইয়া ব্যতিক্রম করিতে পারে। তারপর কষ্ট হইলেও এক জন অন্য-জনকে দেখিয়া প্রফুল্ল থাকিতে পারে।

রোযা শুধু পানাহার হইতেই বিরত থাকা নয়, 'লাকিম্ মিনাল্ কিয্বে ওয়াল্ বাতেলে ওয়াল-লাগবে ওয়াল্-হাল্ফে" "বরং মিথ্যাবাদিতা, অযৌক্তিকতা, বৃথা কার্য এবং হলফ হইতেও বিরত থাকা।' ['আল্ হাদীস']

চাঁদ দেখা

এক সহরে চাঁদ দেখা গেলে, তাহা অন্য সহরের জন্যও দলীল। হানাফীরা বলেন, দলীল হওয়ার কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে:

صوموا لرويته و افطروا لرويته

"তোমরা রোযা রাখিবে চাঁদ দেখিয়া ছাড়িবে চাঁদ দেখিয়া"। [বুখারী ও মুস্লিম] ইহাতে সমগ্র মুসলমানকে সম্বোধন করা হইয়াছে। সুতরাং, এক জন দেখিলেও হুজ্জত (দলীল) হইবে সকলের জন্য।

সাফেয়ীগণ বলেন, হযরত কারীব বিন্ আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, উম্মুল্-ফযল তাঁহাকে হযরত (রাযিঃ) মাবিয়ার নিকট সিরিয়ায় প্রেরণ করেন। সেখানে শুক্রবার চাঁদ দেখা গিয়াছিল। রমযানের শেষ দিকে তিনি মদিনায় প্রত্যাগমন করেন। তখন তিনি শুক্রবার রাত্রি চাঁদ দেখবে কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে সকলেই চাঁদ দেখিয়াছিল এবং রোযা রাখিয়াছিল এবং হযরত মাবিয়াও রোযা রাখিয়াছিলেন। ইহাতে হযরত ইব্নে আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, "ভাই, আমরা সনিবার রাত্রি চাঁদ দেখিয়াছি। এ জন্য আমরা ৩০ দিন পর্যন্ত রোযা করিব।" কারীব (রাযিঃ) বলিলেন, "হযরত মাবিয়ার (রাঃ) চাঁদ দেখা ও রোযা থাকা কি যথেষ্ট নহে?" ইব্নে আব্বাস বলিলেন, "না"। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এইরূপ আদেশই করিয়ছেন।"

প্রকৃত কথা, দিগন্তের পার্থক্য বশতঃ দেখা না গেলে—অর্থাৎ দুইটি সহর এত দূরবর্তী যে ঐ দিন সেখানে চাঁদ দেখা না যায়, তদবস্থায় তাহাদের জন্য দলীল নয় এবং যে সহরগুলিতে প্রায় একই দিগন্ত—শুধু মেঘাদির কারণে দেখা যায় নাই—উহাদের জন্য দলীল হইবে।

সম্ভবতঃ, ইব্‌নে আব্বাস এ জন্য ও সাক্ষ্য কবুল করেন নাই যে, কারীব (রাযিঃ) নিজে দেখিয়াছিলেন বলিয়া বলেন নাই। শুধু লোকের দেখার সংবাদ দিয়াছিলেন। [এই হাদিস ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল, ইমাম মুস্‌লিম আবু দাউদ ও তিরমিযি বর্ণনা করিয়াছেন।]

ঈদের চাঁদ দিনের বেলা দেখা গেলে, উহা পূর্ববর্তী রাত্রির বলিয়া ধরা হইবে না এবং রোযা ভাঙ্গিবে না। [আবু ওয়ায়েল উমর হইতে, যুরকানী]

এক ব্যক্তির সাক্ষী

এক জন বিচারক্ষম ('আদিল') পুরুষের সাক্ষ্যও রোযা রাখার পক্ষে যথেষ্ট। ইব্‌নে আব্বাস বলেন যে, একজন গ্রামবাসী আরবী আসিয়া বলিল, "আমি চাঁদ দেখিয়াছি।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই, এ কথার সাক্ষ্য দেও? সে বলিল, "হাঁ"। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ইহাও সাক্ষ্য দেও যে মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র রসুল?" বলিল, "হাঁ।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিলেন, "বেলাল, ঘোষণা কর। বেলাল, ঘোষণা কর, সকলেই কাল রোযা রাখে।" ইব্‌নে খাযিমা এই হাদীসকে সহীহ বলিয়াছেন। ['বলুগুল্‌-মরাম']

কোন কোন হাদিসে দুই জন সাক্ষীর কথাও আছে আবদুর রহমান রাইদ বিন্ খাত্তাব হইতে বর্ণিত হাদিসে আছে যে, দুই জন মুসলমান সাক্ষ্য দিলে রোযা রাখিবে। [মসনদে ইমাম আহ্‌মদ হাম্বল]

মেঘলা দিনে পূর্বোল্লিখিত হাদিস অগ্রণ্য।

নিয়েৎ

হযরত হাফযা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে:

من لم يعبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له

"ফজরের পূর্বে যে ব্যক্তি নিয়েৎ (সঙ্কল্প) করে না, তাহার রোযা হয় না।" [আহ্‌মদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। ইব্‌নে খাযিমা ইহাকে মরফু ও সহীহ বলিয়াছেন।] সুতরাং, সুবেহ সাদেকের পূর্বে নিয়েৎ করা চাই।

নফল রোযার জন্য সর্ববাদী সম্মত মত হইল দুপুরের পূর্বেও জায়েয। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাবার কিছু আছে কি?" উত্তর করা হইল, "নাই"। তিনি বলিলেন, "রোযা রাখিলাম"। অন্য দিন, "আমি রোযা ছিলাম" বলিয়া আহার করেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, নফল রোযা ভাঙ্গাও যায়। কিন্তু কাযা করিতে হয়।

হানাফীদের মতে রমযানের যে সমস্ত রোযা পালন করিতে হয়, ঐগুলির নিয়েতও দুপুরের পূর্বে জায়েয। কারণ ঐগুলি পূর্ব

হইতে নির্দিষ্ট। কাযা রোযার নিয়েত সকালের পূর্বে হওয়া চাই। আমি বলি, নিয়েৎ সকালের পূর্বে হওয়া চাই। কিন্তু ভুলক্রমে না করিলে, পরেও পারে। "লা সিয়ামা" অর্থ কামেল, পূর্ণাঙ্গ রোযা হইবে না।

রোযা বিকৃতি-অবিকৃতি

১। বমি করিলে রোযা ফাসেদ হয় না। হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

من ذرعه القيء فلا قضاء عليه

"কাহারো বমি আসিলে, উহার কাযা করিতে হয় না।" যে নিজে বমি করে, তাহার কাযা করিতে হয়।

['দারকুৎনি,' 'বলুগুল্-মরাম']

২। শিঙ্গা লাগাইলে রোযা নষ্ট হয় না।

رخص عليه السلام في الحجامة بعد و الصائم

অর্থাৎ, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রোযাদারকে শিঙ্গা লাগাইবার অনুমতি দিয়াছেন।" হযরত আনাস রাযি আল্লাহু আনহু শিঙ্গা রোযা থাকা অবস্থায় শিঙ্গা লাগাইতেন। ['দারকুৎনি,' রাবি বিশ্বস্ত] ইব্নে আব্বাস বর্ণনা করেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রোযা থাকিয়া শিঙ্গা লাগাইয়াছেন।

['বুখারী' ও 'মুসলিম']

৩। মিস্ওয়াকে ব্যবহারে রোযা ফাসিদ হয় না। হযরত আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ

لا احصى يتسوك و هو صائم

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রোযাবস্থায় কত বার মিস্ওয়াক করিয়াছেন গণনা করিতে পারি না।" ['তিরমিযি' --এই হাদিস 'হাসান সহী']

৪। সুর্মা ব্যবহারে রোযা নষ্ট না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ

اكتحل في رمضان و هو صائم

"রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রোযাবস্থায় সুর্মা ব্যবহার করিয়াছেন।"

['ইব্নে-মাজা']

৫। ভুলিয়া পানাহার করিলে রোযা নষ্ট হয় না। হযরত আবু হুরায়ারাহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

من افطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه

"ভুলে কেহ রমযানে পানাহার করিলে তাহার কাযা করিতে হয় না।" ['হাকেম' এই হাদিসকে 'সহী' বলিয়াছেন]

৬। স্বপ্ন দোষে রোযা নষ্ট হয় না। [ইব্নে আব্বাস—বায্যের রেওয়ায়েত] অবশ্য স্ত্রী সঙ্গমে নষ্ট হয়, শুধু প্রবেশেও (যে তাহা করিতে পারে) রোযা নষ্ট হয় এবং যে কোন উপায়ে শুক্রপাত করিলে রোযা নষ্ট হয়।

৭। রোযাবস্থায় চুম্বন গ্রহণ ও আলিঙ্গনে রোযা নষ্ট হয় না। হযরত আয়েশা বলেন ঃ

يقبل و هو صائم و يباشر

"রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রোযাবস্থায় চুম্বন গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিতেন।"

['বুখারী' ও 'মুসলিম']

৮। খাদ্য বা ঔষধ নয়, এরূপ পাদার্থ ব্যবহারেও রোযা নষ্ট হয়—যেমন, হুক্কা-পান ইহা অভ্যাস বশতঃ করা হয়। ইব্‌নে আ'ব্বাস একটি মূল নীতি বলিয়াছেন ঃ

افطر مما دخل و ليس مما خرج

"প্রবেশ হয় এরূপ বস্তু দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়, বাহির হয় এরূপ বস্তু দ্বারা রোযা নষ্ট হয় না। ['ইবনে আবি শীবা']

ক্লোরফরমেও রোযা ফাসিদ হয় না।

৯। কুল্লির পানি অজ্ঞাতসারে গিলিলেও রোযা নষ্ট হইবে। যদি পরে জানা যায় যে খাওয়ার সময় প্রভাত হইয়াছিল, বা যখন রোযা ইফতার করা হইয়াছিল, তখন সূর্য অস্ত যায় নাই, সেই রোযা হয় না —কাযা করিতে হয়। [হযরত আসমার রেওয়ায়েত, ['ইমা মবুখারী']

১০। রোযাবস্থায় মাথায় পানি দেওয়া জায়েয।

يصب على راسه الماء و هو صائم من العطش

এই হাদীস 'আবু দাউদে' আছে। কুল্লি করিলেও রোযা নষ্ট হয় না। ['বুখারী,' আ'তার বর্ণনা অনুসারে]

রোযা না থাকার ওজর

(১) গর্ভ, (২) স্তন্যদান! [আনাস বিন্‌ মালিক হইতে 'সুনন' প্রণেতাগণ কতৃক গৃহীত]

সফর, অসুস্থতা, জেহাদ ও প্রাণহানির আশঙ্কা জনক ক্ষুৎ-পিপাসার কারণে রোযা ভঙ্গ করা বা না থাকা যায়, কিন্তু পরে করিতে হয়। উন্মাদ ও মূর্ছা স্থলে পরে করিতে হয় না।

সেহ্‌রী

সেহ্‌রী বহু পূর্বে খাইবে না হযত যায়েদ বিন্‌ সাবেত (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ঃ

سحرنا ثم قمنا الى الصلوة كم بين ذالك قدر خمسين اية

"রাসুলুল্লাহ্‌র সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সহিত সেহরী খাইয়া নামাযের জন্য দাঁড়ায়াছি পঞ্চাশ আয়াত পাঠ সময়ের ব্যবধানে।" ['আবু দউদ' ব্যতীত পাঁচ সহীহ্‌ হাদিসে গৃহীত]

হযরত সোহেল বিন্‌ সায়ীদ (রাযিঃ) বলেন যে, সেহরী খইয়া ফজরেরর জমাতে শামিল হওয়ার জন্য তাঁহাকে তাড়াতাড়ি করিতে হইত।

['বুখারী'] স্মরণ রাখিতে হইবে, সূর্য উদয়ের ১ ঘণ্টা ২২ মিনিট পূর্বে ফজর (প্রভাত) শুরু হয়।

ফরজ গোসল

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাযি আল্লাহু-ত'আলা আনহু বলেন,

كان يصبح جنبا ثم يغتسل و يصوم

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ও সাল্লাম অগোসল অবস্থায় থাকিয়া প্রভাত হইলে পর গোসল করিতেন এবং রোযা হইত।"

['বুখারী' ও 'মুস্‌লিম']

এফ্‌তার

রোযা খোলায় তাড়াতাড়ি করিতে হয়। হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, "পূর্ব দিকে যখন রাত্রি উপস্থিত হয় এবং এ দিকে বেলা শেষ হয়, রোযাদার রোযা খুলিবে।" ['নেসাই' বাদে বাকী হাদীসের পাঁচ প্রধান ইমাম ইহা বর্ণনা করিয়াছেন] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন, "মানুষ ভাল থাকিবে—'মা আজ্জেলুল্‌ ফেৎর'—যে পর্যন্ত রোযা খোলায় ত্বরা করিবে।" ['তিরমিযি']

বস্তুতঃ, সূর্য অস্ত গমনের পর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করা যথেষ্ট।

কিসের দ্বারা রোযা খুলিবে ?

হযরত আনাস্‌ (রাঃ) বলেন যে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম খেজুর বা খোর্মা দ্বারা রোযা খুলিতেন এবং এ গুলি না হইলে পানি দ্বারা রোযা খুলিতেন। ['আবু দাউদ']

কি পড়িবে ?

اللهم لك صمت و على رزقك افطرت

"আল্লাহুম্মা লাকা সুম্‌তু ও আ'লা রেয্‌কেকা আফ্‌তার্‌তু।"

"আল্লাহ্‌, তোমার উদ্দেশ্যে রোযা করি এবং তোমার দেওয়া জিনিষের দ্বারা রোযা খুলিতেছি।"

এই হাদিস হযরত মাআয বিন্‌ যোহ্‌রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। ['আবু দাউদ']

এফ্‌তার করানে সাওয়াব

রোযা ইফ্‌তার করানে সওয়াব আছে। হযরত যায়েদ বিন্‌ খালেদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আছে ঃ

من فطر صائما فله مثل اجره

"যে রোযা ইফতার করায়, রোযার সমান সাওয়াব পায়।" ['সারহুস্‌ সুন্নাহ্‌,' সহীহ্‌]

মৃত ব্যক্তির পক্ষে রোযা

কেহ ইন্তেকাল করিলে তাহার পক্ষে তাহার অলির রোজা করা জায়েয। এক স্ত্রীলোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ফরমাইলেন, "ঋণ থাকিলে শোধ করিতে। তেমনি, তাহার পক্ষে রোযা রাখিলে তাহা কবুল হইবে।" ['বুখারী' 'মুস্‌লিম, 'আবু-দাউদ']

সফরে রোযা রাখিবে না

সফরে রোযা না রাখা উত্তম, বিশেষতঃ যখন সফরে কষ্টের সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ্-তা'লা বলেন ঃ

من كان منكم مريضا او على سفر
فعدة من ايام اخر

"তোমাদের মধ্যে অসুস্থ ব্যক্তির, বা যে সফরে থাকে তাহার কর্তব্য অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করা।" ('সুরাহ্ বাকারাহ,' রুকু ২৩) অর্থাৎ, সে প্রবাস বা পীড়াবস্থায় রোযা না রাখিয়া সুস্থাবস্থায়, সচ্ছন্দ সময়ে রোযা করিবে। তারপর, আরো বলেন ঃ

يريد بكم اليسر و لا يريد بكم
العسر

"তিনি তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠোরতা চান না।" ইহা আল্লাহ্-তা'লার স্পষ্ট আদেশ। ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেহ সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিলে, স্মরণ রাখা কর্তব্য খোদা-তা'লা বলেন ঃ

من يبتغ غير الاسلام دينا فلن
يقبل منه

"যে কেহ ইস্‌লাম ছাড়া অন্য ধর্ম আগ্রহ করে, উহা তাহার নিকট হইতে গৃহীত হইবে না।" ['সুরাহ্ আলে-ইমরান,' রুকু ৯] ইহারই ব্যাখা রহিয়াছে সাদীর এই বাক্যে ঃ

چه دانی تو سعدی که راه صفا
تواں رفت جز در پے مصطفے

"সাদী! তুমি কি জান? মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের অনুবর্তিতা ছাড়া তুমি পবিত্র ও নির্দোষ পথে চলিতে পার না।"

হাদীসের দলীল ঃ

১। হযরত জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ

"রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লহু আলাইহে ও সল্লাম মক্কা বিজয়ের বৎসর রমযান মাসে মক্কায় গিয়া ছিলেন। তখন তিনি 'কারা গামীম' নামক স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত (فصام) পথে রোযা ছিলেন।

অতঃপর,

ثم دعا بقدح من ماء فرفعه
حتى نظر الناس اليه ثم شرب

তিনি পানির পিয়ালা চাহিলেন। উহাকে

উপরে তোলিলেন, যাহাতে সকলেই দেখিতে পায়। অতঃপর, তিনি পান করেন। ইহাতে বলা হইল :

ان بعض الناس قد صام

'কোন কোন ব্যক্তি রোযা রাখিয়াছে'। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিলেন:

اولئك العصاة - اولئك العصاة

'উলায়েকাল ওসাতু', 'উলায়েকাল ওসাতু'। 'এই রোযাদারগণ গুনাহ্ করিতেছে'—'এই রোযাদারগণ গুনাহ্ করিতেছে'।"

['মুস্‌লিম']

এই হাদীস হইতে দুইটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (১) সফরে রোযা রাখা গুনাহ্। (২) আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সকলকে দেখাইয়া পানি পান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ 'রিয়া-নেফাকের'—কপটতার, কৃত্রিমতার—প্রয়োজন নাই। শরীয়ত সিদ্ধ প্রয়োজনে বা আল্লার হুকুমে রোযা না রাখিলে, গোপন করিবার প্রয়োজন নাই।

২। হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা লাহু"—"এর কি হইয়াছে?" "কালু রাজুলু সায়েম"—"লোকে বলিল: এ ব্যকি রোযা রাখিয়াছে।" রসুল করীম সল্লাল্লাহে আলাইহে ও সাল্লাম বলিলেন :

ليس البران تصوموا فى السفر و فى روايته ليس من البر الصوم فى السفر (اخرجه الخمسة الا الا الترمذى)

"তোমরা সফরে রোযা করিলে উহা কোন 'নেকী (পূণ্যকর্ম) নয় এবং উহাতে কোন সাওয়াব নাই।" ['তিরমিযি' বাদে অন্য প্রধান পাঁচ হাদীস গ্রন্থ]

৩। হযরত আমর বিন্-উম্মিয়া রাযি-আল্লাহ্-তা'লা আনহু বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের নিকট তিনি এক সফর হইতে উপস্থিত হইলে আঁ-হযরত (দঃ) বলিলেন, "খাবার আসিতেছে।" আমর (রাযিঃ) বলিলেন, "ইন্নি সায়েমুন"—"আমি রোযা রাখিয়াছি'। ফরমাইলেন : "আস, আমি তোমাকে বলিতেছি যে, আল্লাহ্-তা'লা মুসাফেরকে (প্রবাসীকে) রোযার রুখসুত দিয়াছেন—"অযায়া আনহুস্ সিয়ামা"। ['নেসায়ী'] দেখুন, যদি সাওয়াবের কাজ হইত, তবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম এরূপ বলিতেন না, বরং প্রশংসা পূর্বক বলিতেন : "বেশ ভাল করিয়াছ।" তারপর, আসল হুকুমও বর্ণনা করিতেন।

৪। মুহাম্মদ বিন্ কাব (রাযিঃ) বলেন যে তিনি রমযান মাসে হযরত আনাস্ বিন্

মালেক রাযি আল্লাহু তা'লা আন্‌হুর নিকট গমন করেন। তিনি সফর বাহির হওয়ার সংকল্প করিতেছিলেন। (و هو يريد سفر) সওয়ারী প্রস্তুত ছিল। তিনি সফরের জন্য কাপড় পরিধান করিলেন।

فدعا بطعام فكل فقلت له سنه قال نعم

"তারপর খাবার আনাইয়া আহার করিলেন (রমযান শরীফে)। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ইহাও কি সুন্নত"? তিনি বলিলেন, 'হাঁ'।" ['তিরমিযি'

দেখুন, চোরের মত খান নাই।

৫। মনসুর কলবী (রাযিঃ) বলেন যে, দহি-বিন্‌-খলিফা দামেশ্‌ক হইতে তিন মাইল দূরে 'মিকদাদ' যাত্রা করিলেন রমযান মাসে। তিনি রোযা রাখেন নাই এবং তাঁহার সঙ্গে বহু ব্যক্তি রোযা রাখে নাই।

[خرج من دمشق الى مقداد ثلاثة اميال فى رمضان فافطر معه ناس كثير]

কোন কোন অজ্ঞ লোক দিনের বেলা খাওয়া অপসন্দ করিল। তিনি বলিলেন, "এ অবস্থার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমি ভাবি নাই।" তিনি আরো বলিলেন:

رغبوا عن هدى رسول الله واصابه اللهم اقبضى اليك

"তাহারা রসুলুল্লাহ্ (দঃ) এবং সাহাবা কেরাম হইতে মুখ ফিরাইয়াছে। খোদা, আমাকে তোমার দিকে উঠাও।" ['আবু দাউদ']

৬। অবায়েদ বিন্ জবুব (রাযিঃ) বলেন যে তিনি হযরত আবু বসরা গাফ্‌ফারীর (রাযিঃ)র সহিত রমযান মাসে এক নৌকায় ছিলেন।

فقرب غدائه

"তাঁহার আবার উপস্থিত করা হইল।" তিনি তাঁহাকে খাইতে বলিলেন। তখন অবায়েদ (রাঃ) বলিলেন, "বাড়ী নিকটেই। এখন তো রোযা জরুরী।" আবু বসরা গাফ-কারী (রাযিঃ) বলিলেন:

اترغب عن سنة رسول الله صلعم

"তুমি কি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইতেছে?" অতঃপর, উভয়েই খাইলেন। ['আবু দাউদ']

৭। হযরত আনাস রাযি আল্লাহু তা'লা অন্‌হু বলেন, "কুন্না মাআন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম কি সাফরিন"—"আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। আমাদের কেহ কেহ রোযা রাখিয়াছিল, কেহ কেহ রাখে নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে সাল্লাম বলিলেন:

وهب المفطرون اليوم بالاجر

'যাহারা রোযা রাখে নাই, তাহারা মহা

পুণ্যার্জন করিয়াছে।' ['বুখারী', 'মুসলিম' ও 'নেসায়ী']

প্রকাশ থাকে যে, এই হাদীস গুলি হইতে মনে করিতে হইবে না যে, সফরে রোযা রাখিলে হয় না। কথা 'ফযিলত' বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে—অর্থাৎ, সফরে রোযা রাখা কোন বাহাদুরীর বিষয় নয়। কোন ফযিলতের কথা নয়।

হযরত হামযা বিন্ অরওয়া আসলমী রাযি আল্লাহ্ আনহু হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ

"নিবেদন করিলাম, 'রসুলুল্লাহ্ সফরে রোযা রাখার আমার শক্তি আছে। রাখা গুনাহ্ নয় তো'? ফরমাইলেন, 'আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে ইহা রুখসুত। যে ইহা ভাগ করে, ভাল। (বিদায় ভোগ শ্রেয়)। যে রোযা রাখিতে চায়, তাহার কোন গুনাহ্ নাই।' (একথা বলেন নাই যে, 'সে ভাল করিয়াছে।' ['মুস্লিম']

মূল বাক্যটি এই ঃ

من اخذ بها فحسن و احب ان يصوم فلا جناح عليه [مشكواة]

নফল রোযা

১। আরফার রোযা। আবু কেতাদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহাতে বিগত বৎসরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়। ['মুসলিম']

কিন্তু অবুহুরায়রাহ্ (রাযিঃ) আরাফাতের দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। ['আবু দাউদ']

২। আশুরার রোযা। ইব্নে আব্বাস রাযি আল্লাহু-তা'লা আনহু বর্ণনা করেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম নিজে রোযা রাখিয়াছেন এবং রাখার আদেশও করিয়াছেন। ফরমাইয়াছেন, "আগামী বৎসর নবম তারিখও সম্মিলিত করিব।" ['মুস্লিম']

৩। শাওয়ালের ৬ রোযা। আবু আয়ুব রাযি আল্লাহু-তালা আন্হু বর্ণনা করেন যে, "সম্পূর্ণ বৎসর রোযার সওয়াব পাওয়া যায়।"

['মুস্-লিম']

৪। শাবান মাসে কিছু রোযা রাখা। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্হা বলেন, "সব চেয়ে বেশী রোযা এই মাসেই রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রাখিতেন।"

['বুখারী-মুসলিম' প্রভৃতি ছয় প্রধান গ্রন্থ']

৫। আইয়ামে বায়েযের রোযা আবু যার রাযি আল্লাহু আন্হু বলেন, "সারা বৎসর রোযা রাখার সাওয়াব হয়।"

['তিরমিযি']

৬। মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার। আবু হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) কতৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, "এই দিনগুলিতে আমল উপস্থিত করা হয়।"

['তিরমি য']

৭। শা'বানের মধ্যের তারিখের রোযা। হযরত আলী রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হু কতৃক বর্ণিত হাদিসে 'রাত্রিতে নামায, দিনের রোযা রাখার কথা আছে।

['ইবনে মাজা']

আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু-আল্লাহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে নিষেধের কথা আছে।

['আবু দাউদ']

রোযার নিষিদ্ধ দিন

১। 'ঈদুল্‌ ফেতর' ও 'ঈদুল্‌-আযহা' উভয় ঈদের দিনই রোযা রাখা নিষেধ। ['মুস্‌লিম, ইব্‌নে সায়ীদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস]

২। ১১ই, ১২ই ও ১৩ই যিল্‌হজ 'আইয়ামে তশ্‌রীকের' দিনগুলিতে রোযা নিষেধ। ['তিরমিযি', উকবা বিন্‌ আমর বর্ণিত হাদিস]

৩। সন্দেহর দিন। ['তিরমিযি', এ'মার বর্ণিত হাদিস]

৪। বদরের দিন। [ইব্‌নে উমর রাযিঃ আল্লাহু তা'লা আন্‌হু কর্তৃক রেওয়ায়েত]

৫। রমযানের শুভাগমনে উদ্বোধনী রোযা। ['আবু হুরায়রাহ্‌ রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হু রওয়ায়েত প্রধান পাচ হাদিস গ্রন্থ]

৬। শুধু জুমার দিন রোযা রাখা নিষেধ। পূর্বে বা পরে এক দিন যোগ করিলে সাওয়াব। ['বুখারী,' হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হুর রেওয়ায়েত]

৭। 'সবত' বা ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিশ্রাম ও পর্ব দিন—শনিবার, রবিবার বিশেষ পূর্বক। [প্রধান পাঁচ হাদিস গ্রন্থ]

৮। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর এবং মালীকের অনুমতি ব্যতীত (পারিভাষিক যুদ্ধ বন্দী) গোলামের নফল রোযা রাখা নিষেধ। ['বুখারী' ও "মুস্‌লিম"]

এতেকাফ

হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হা বলেন ঃ

ان النبى صلعم كان يعتكف العشر
الا و اخر من رمضان حتى توفاة
الله - [متفق]

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রমযানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করিতেন। আল্লাহ্‌-তা'লা তাঁহাকে ওফাত দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার এই রীতি ছিল।" ['বুখারী ও মুসলিম]

তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, এতেকাফ থাকিলে—

"রোগী দেখিতে যাইবে না। জানাযায় যাইবে না। স্ত্রী আলিঙ্গন করিবে না। শুধু জরুরী প্রয়োজনে বাহির হইবে।

রোযা থাকিবে। জামে মস্‌জিদে এতেকাফ করিবে।" ['আবু-দাউদ']

তারাবিহ্‌

রমযানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রাত্রিতে নামাযের—তথা 'কিয়ামুল-লাইলের' প্রতি অধিক যত্নবান হইতেন। রমযানের এই নামায ('তারাবিহ্') কোন সতন্ত্র নামায নয়।

১। ইহা সেই 'তাহাজ্জুদ' নামায। হযরত আয়েশা রাযি আল্লাহু আন্‌হা বলেন :

ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد فى رمضان و لا فى غيره على احدى عشر ركعة - (متفق عليه)

"রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'রমযানে', 'অ-রমযানে' ১১ (এগার) রাকআতের উর্ধে বৃদ্ধি করিতেন না।"

['বুখারী' ও 'মুস্‌লিম']

২। এই নফলগুলিকে জামাআতে পড়ার রীতি ('জওয়ায') শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম দুই এক দিন জামাতের সহিত পড়াইয়াছেন।

হযরত জাবের রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হু রোওয়ায়েত করেন :

انه صلى الله عليه وسلم قام بهم فى رمضان فصلى ثمان ركعات و اوتر - (رواة ابن حبان فى صحيح)

"আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম রমযানে 'কিয়াম' করাইলেন ৮ (আট) রাকআত নামায ও বিতর।" ['ইব্‌নে হিব্বান'] ইব্‌নে খযিমাও এই প্রকার রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

৩। সায়েব বিন্‌ এযিদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে হযরত উমর রাযিঃ আল্লাহু-তা'লা আনন্‌হু উবাই বিন্‌ কাব ও তামিমা আদ্দারীকে—

ان يقوما للناس فى رمضان باحدى عشرة ركعة - (رواه مالك)

—"রমযানে লোকদিগকে ১১ (এগার) রাকআত নমায রাত্রে জাগিয়া পড়াইবার আদেশ করিলেন।"

['মিশকাত', ইমাম মালেকের বরাতে]

সায়েব বিন্‌ এযিদের বর্ণনাই 'সনুনে সায়ীদ বিন্‌ মুন্‌সুরে' লিখিত আছে :

'আমরা উমর বিন্‌ খাত্তাবের সময়ে ১১ (এগার) রাকআত পড়িতাম।"

'কবিরীতে' এযিদ বিন্‌ রুমানের বর্ণনাতে ২০ রাকআত লিখিত আছে। ইহা 'যয়ীফ'—দুর্বল হাদিস!

ক

আর একথা বলা যে, '২০ রাকআত পড়িলে ১১ রাকআত ও আপনিই আদায় হয়' এমনি কথা

যেন বলা বলা হইল, 'মগরিবের সময় চারি রাকআত পড়িলে তিন রাকআত ফরযও আদায় হইয়া যায়'। তারপর, 'ফৎহুল কদীরে' ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে মরফু স্বরূপে বর্ণিত রেওয়ায়েত সম্বন্ধে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে উহা দুর্বল—যয়ীফ।

৪। 'ফৎহুল কদীরে' লিখিত আছে:

فيكون عشرون مستحبا تلك القدر منها و هو المسنة -

অর্থাৎ, "বিশ রাকআত মুস্তাহাব এবং এই পরিমাণ ১১ (রাকআত) সুন্নত।" ইহার পূর্বে লিখিত আছে:

فحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة احدى عشرة بالوتر -

"এর সারমর্ম এই যে, রমযানের রাত্রে সুন্নত নামায ১১ রাকআতই।"

৫। 'বাহ্‌রুরায়েক' ও 'তাহাবীতে'ও এইরূপই লিখিত আছে।

৬। ইমাম সাইয়ুতি লিখিয়াছেন:—

الذى جمع عليه الناس احب الى و هو احدى عشر ركعة -

অর্থাৎ, "১১ রাকআতই লোকের ইজমা বা সকলের মিলিত মত।"

তিনি আরও বলেন:

و لا ادرى من اين حديث هذا الركوع كثير -

"জানি না, এই বহু রাকআত কোথা হইতে ঢুকিয়াছে।"

খ

আর এই যে বলা যে, ইহা 'খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত,' ইহার উত্তর এক তো 'ফৎহুল্ কদীরে' আছে:

و قوله عليه السلام عليكم سنتى و سنة الخلفاء الراشدين ندب الى سنتهم و لا يستلزم كون ذالك سنة -

অর্থাৎ, "আর এই যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন, 'তোমাদের জন্য আমার সুন্নত এবং খলিফা রাশেদীনের সুন্নত'—ইহা তাঁহাদের তরিকের প্রতি আহ্বান করে এবং 'তারাবিহ্' সুন্নত হইয়া গিয়াছে বলিয়া নির্দেশ করে না।"

তারপর, 'সুন্নত' অর্থ:

ما واظبه بنفسه -

"যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সর্বদা পালন করিয়াছেন।"

২০ রাকআত এক বার পড়াও প্রমাণিত হয় না। তারপর, এই ২০ রাকআত তো খলিফা রাশেদীনও স্বয়ং কখনো পড়েন নাই। দেখুন, হযরত উমর রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হু

মস্‌জিদে একত্রে জমাত পড়িতে দেখিয়াছেন, নিজে পড়েন নাই। তারপর,

'সুন্নতুল্ খুলাফা' (খলিফাগণের সুন্নত) অর্থ 'সব খলিফাগণের সম্মিলিত প্রথা'—পৃথক, ব্যক্তিগত নহে।

ব্যক্তিগত বুঝাইলে হযরত উমর রাযি আল্লাহু আন্‌হুর কোন কোন উক্তি সাহাবা এবং সমগ্র উম্মত অস্বীকার করেন বলিয়া পাওয়া যায় কেন? যেমন, ফরয গোসলের পরিবর্তে 'তাইয়েমুম'। দেখুন, আলোচনাধীন হাদিস হইতে জানা যায়, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের যামানায় এবং হযরত আবু বকর রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হুর খেলাফতের সময়ে লোকে স্ব স্ব গৃহে তারাবিহ্ পড়িত —জামাতে নয়। তারপর 'সেহাহ সেত্তায়' লিখিত আছে:

ثم كان الامر على ذالك فى
زمان ابو بكر و صدرا من خلافت
عمر - [اخرجه البخارى]

আর্থাৎ, "হযরত উমর রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হুর খেলাফতের প্রথম সময় পর্যন্ত তারাবিহ্ গৃহে পড়া হইত, জমাতের সাথে পড়া হইত না।" ইহা হইতেও বুঝা যায়, কোথায় পড়া উচিৎ।

২। যায়েদ বিন্ সাবেত বলেন:

فصلوا ايها الناس فى بيوتكم ***
فان افضل صلوة المرء فى بيته
الا الصلوة المكتوبة - [متفق عليه]

"হে লোকগণ, নিজ নিজ গৃহে পড়িবে। কারণ, ফরয নামায ছাড়া লোকের নফল নামাজ নিজ ঘরে পড়াই উত্তম (আফ্‌যল)।" সুতরাং উৎকৃষ্ট লোকদের—'মুহসেনগণের' জন্য গৃহেই রমযান মাসেও অন্যান্য সময়ের ন্যায় 'তাহাজ্জুদ পড়াই উত্তম। যত রাকআত পারে পাঠ করিবে। কিন্তু যেহেতু রামযানে অধিকতর নিষ্ঠার সহিত পালনের নির্দেশ আছে—বিশেষতঃ কোরআন শরীফ পাঠের—এ জন্য যাহারা শেষ রাত্রে পড়িতে পারে না, তাহারা জমাআতের সঙ্গে হইলেও প্রথম রাত্রিতেই পাঠ করিবে।

আবদুর রহমান বিন্ আবদুল্ কারী বলেন যে, তিনি এক রাত্রে হযরত উমর রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হুর সহিত বাহির হন। দেখিলেন যে, রমযান মাসে কোন কোন ব্যক্তি জমাআতের সহিত এবং কোন কোন ব্যক্তি পৃথক পৃথক নামায পড়িতেছে। তিনি সকলেই এক কারীর পিছনে পড়িতে বলিলেন এবং পর রাত্রি বাহির হইয়া বলিলেন:

نعمت البدعة هذه

"ইহা নূতন বিষয় হইলেও ভাল।" কারণ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের সময়ে ছিল না। আরো বলিলেন:

التى تنامون عنها افضل من التى
تقومون يريد اخر الليل و كان
الناس يقومون اوله -
[رواه بخارى]

"যে সময় ঘুমাইয়া থাক, ইহা তার চেয়ে ভাল—যখন নামায পড়িতেছ।" অর্থাৎ শেষ রাত্রে পড়া সর্বোত্তম, যদিও লোকে প্রথম রাত্রেই পড়ে। ['বুখারী']

'সাদ্‌কাতুল্‌ ফিৎর' (ফিৎরানা)

'সাদ্‌কাতুল্‌-ফিৎর' বা ফিৎরানার হুকুম কোরআন শরীফেও আছে। খোদা-তা'লা বলেন,

و لعلكم تشكرون

"এবং যাহাতে তোমরা আর্থিক শুকরিয়া আদায় কর।" দৈহিক সাদ্‌কা রোযা ও তকবীর দ্বারা পালন করা হয়। 'নায়লুল্‌ আওতারে' ইব্‌নে খাযিমা হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে, "কাদ্‌ আফ্‌লাহা মান্‌ তাযাক্কা"-তে সাদ্‌কাতুল ফিৎর সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। 'ফাৎহুবারী'তেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ইহার জন্য ধনী দরিদ্র একই রকম। অবশ্য, যাহার নিকট কিছুই না থাকে, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌-তা'লা বলেন :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

"আল্লাহ্‌-তা'লা কাহারো সামর্থ্যের বহিরে তাহাকে ভারাক্রান্ত করেন না।"

হাদিসের দলীল :

১। ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন :

فرض رسول الله صلى الله عليه
وسلم زكوة الفطر زكوة طهرة
للصائم من اللغو و طعمة للمساكين -

রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম 'ফেৎরের যাকাত' (রোযা-শেষে যাকাত) অবশ্য দেয় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন—রোযাদারকে বৃথা ক্রিয়া কলাপ হইতে পবিত্র করিবার জন্য ও মিসকীনদের খাওয়ার জন্য (যাহারা শরীয়ত বর্ণিত কারণে জীবিকা অর্জনে অক্ষম)।

فمن اداها قبل الصوة فهى
زكوة مقبولة و من اداها بعد
الصلوة فهى صدقة من الصدقات -

"ইদুল্‌ ফেতরের নামাযের পূর্বে আদায় করিলে, উহা আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত (মকবুল) যাকাত এবং নামাযের পরে দিলে, উহা সাধারণ সাদকা।" ['আবু দাউদ' কর্তৃক বিবৃত, 'হাকেম ইহাকে "সহীহ্‌" বলিয়াছেন]

কাহ্‌াদের উপর ধার্য হইয়াছে ?

১। হযরত ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন :—

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوة الفطر صاعا من تمر و صاعا من شعير على العبد والحر و الذكر و الانثى و الصغير و الكبير من المسلمين - (متفق عليه)

"রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম গোলাম, আযাদ, পুরুষ, স্ত্রীলোক, ছোট, বড় নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য দেয় বলিয়া ধার্য করিয়াছেন এক 'সা' খেজুর বা এক সা' যব।" ['বুখারী' ও 'মুস্‌লিম']

২। ইমাম তাহাবী হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাযিঃ) হইতে বিশুদ্ধ সনদ সহ বর্ণনা করেন যে, "যাকাতুল্-ফেৎর আযাদ, গোলাম, পুরুষ, স্ত্রীলোক, ছোট, বড়, ধনী, দরিদ্র, প্রত্যেকেরই অবশ্য দেয় বলিয়া নির্ধারণ করা হইয়াছে।"

৩। আবদুল্লাহ্ বিন্ সলবা তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر عن كل اثنين صغير و كبير حرا و عبد ذكرا و انثى - اما غنيكم فيزكيه الله و اما فقيركم فيرد عليه اكثر مما اعطاه -

"রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন এক সা' গোধূম প্রত্যেক দুই ব্যক্তির মধ্যে ছোট বড়, আযাদ গোলাম, পুরুষ বা স্ত্রীলোক - তোমাদের মধ্যে যেই ধনী 'যাকাতুল্-ফেৎর' অবশ্য দিবে। আল্লাহ্ তা'লা তাহাদিগকে পবিত্র করিবেন এবং যে দরিদ্র সে যাহা দিবে, তাহা অপেক্ষা তিনি তাহাকে অধিক দিবেন।" ['আবু দাউদ']

পরিমাণ:

কি পরিমাণ দিবে? ইহার উত্তর কতকটা উপরের হাদীসগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে এবং আরো পাঠ করুন:

১। ইব্‌নে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, "রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম যে সাদ্‌কা অবশ্য দেয় বলিয়া ধার্য করিয়াছেন তাহা হইতেছে—

صاعا من تمر او شعير و نصف صاع من قمح -

"এক সা' খেজুর, বা অর্ধ সা' গম।"
['আবু দাউদ']

২। আমর বিন্ শোয়েব (রাযিঃ) তাঁহার পিতা হইতে এবং তিনি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন:—

ان النبى بعث مناديا

"একজন ঢাক বাজককে নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ও সাল্লাম এই ঘোষণা করিতে পাঠাইলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানেরই 'সাদকাতুল্‌-ফেৎর অবশ্য দেয়।"

مدان من قمح او سواه

"দুই মুদ গম বা তা ছাড়া।" ['তিরমিযি']

৩। যেহেতু অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, "সাআম মিন্‌ তাআম"—"খাদ্য-দ্রব্য হইতে এক সা"—এ জন্য কেহ কেহ গমেরও এক সা' বলেন।

ইব্‌নে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম যাকাতুল্‌-ফেতরের হুকুম দিয়াছেন—এক সা' শুষ্ক খেজুর বা গম'। অতঃপর বলেন :

قال فجعل الناس عدله مدين حنطة ـ

"লোকে ইহার সমান দুই 'মুদ' গম তৈরী করিল।" ['মুস্‌লিম']

৪। সেইরূপ, মুস্‌লিমের অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত মাবিয়া বিন্‌ আবু সুফিয়ান (রাযিঃ) হজ করিবার জন্য আসিলে লোকের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে বলিলেন :

انى ارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذالك ـ

"আমি দেখি, সিরিয়ার দুই মুদ গম এক সা' খেজুরের সমান।" লোক ইহারই উপর আমল করিল। কিন্তু আবু সায়ীদ গমও এক সা' দান করিতেন। 'মুস্‌লিম']

'মুদ' ও 'সা'

এখন শুনুন সা' কি? ইহাতে বহু মতানৈক্য আছে।

ইমাম আবু হানিফার মতে ১ সা' ইরাকী =৮ রাত্তিল। প্রতি রাত্তিল ৭৩ ছটাক হিসাবে এক সা'=/৩৸৶ তিন সের চৌদ্দ ছটাক। অর্ধ সা'=/১৸৶/১০ এক সের সাড়ে পনর ছটাক।

কিন্তু হানাফী বিশেষজ্ঞদের হিসাব মতে অর্ধ সা' গম=/১৶/০ এক সের তিন ছটাক।

অধিকাংশ উলামা হেজাজের সা' মনে করেন —ইরাকের সা' নয়। তাঁহাদের দলীল ইস্‌হাক বিন্‌ সুলায়মানের রেওয়ায়েত।

তিনি বলেন যে, তিনি ইমাম মালেক বিন্‌ আব্বাসকে (রাযিঃ) বলিলেন, "আবু হানিফা সা' ৮ রাত্তিলের সমান মনে করেন।" ইহাতে ইমাম মালেক অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে নাম নিয়া নিয়া বলিলেন : "অমুক, তুমি তোমার দাদার সা' আন", "অমুক তুমি তোমার চাচার সা' আন", "অমুক তুমি তোমার দাদীর সা' আন।"

বর্ণনাকারী ইস্‌হাক বলেন যে, কয়েকটি

সা' একত্রিত করা হইল। তখন হযরত ইমাম মালেক (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ গুলির সম্বন্ধে তোমাদের কি স্মরণ আছে?" প্রত্যেকেই বলিল যে, তাহার পিতা, ভাই, বা মা হইতে বর্ণনা করিতেছে যে এই সা' দিয়াই তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের হুযুরে সাদ্‌কা দিয়াছেন।

তাহাতে ঐ গুলির ওজন নেওয়ায় ৫⅓ 'রাত্তিল্‌ হইল। সোজা প্রসিদ্ধ হিসাব মতে অর্ধ সা'=/১।/১০ এক সের এক পোয়া দেড় ছটাক। কিন্তু হাশিয়ায় লিখানুসারে /৸১০ তিন পোয়া আধ ছটাক।

আরো গবেষণামূলক হিসাবে উভয়ের গড় প্রায় /১ এক সের।

['নাযারাতে বয়তুল-মাল' আরো বিশেষ-ভাবে অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন যে, এক সা' /২৸৶ দুই সের পনর ছটাক এবং অর্ধ সা' /১।৶১০ এক সের সাড়ে সাত ছটাক এবং জমাতে আহ্‌মদীয়া এই মতে 'সাদকাতুল ফিৎর' বা 'ফিৎরা না' দিয়া থাকেন। —সঃ 'আহ্‌মদী']

ঈদুল ফেৎরের খুৎবা

—হযরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ)

[১৯০০ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী সকাল ৮ টায় হযরত মসিহ্‌ মসিহ্‌ মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম কাদিয়ানের প্রাচীন ঈদগাহে বন্ধুগণ সহ উপস্থিত হন। ৯টা পর্যন্ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী গ্রামগুলি হইতে লোক সমাগম হইতে থাকে। অতঃপর, খলিফা আওয়াল হযরত মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব রাযি আল্লাহু-তা'লা আন্‌হু ঈদল্‌ ফেৎরের নামায পড়ান। অতঃপর হযরত ইমামুয্‌ যমান মসিহ্‌-মাহ্‌দী আলাইহেস্‌ সালাম এই খুৎবা পাঠ করেন এবং পণ্ডিত মুর্খ নির্বিশেষে সকলেই প্রকৃত তত্ত্ববোধে পরম আনন্দ লাভ করেন। অতঃপর সম্মিলিত দোয়া করা হয়।—সঃ আঃ]

মুসলমানগণের উচিত আল্লাহ্‌-তা'লার বহু শোকর করা। তিনি তাহাদিগকে এমন এক ধর্ম দিয়াছেন—যাহা জ্ঞান ও কর্ম উভয় দিয়া

সর্বপ্রকার ফ্যাসাদ, ঘৃণা ও অন্যায় বিষয় হইতে পবিত্র। মানুষ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে সম্যক প্রশংসা ও গুণ আল্লাহ্-তা'লারই হক। কোন মানুষ, জীব বা বস্তু প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার হকদার নয়। যদি কোন প্রকার উদ্দেশ্যের রঙ না মিশাইয়া মানুষ দেখে, তবে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িবে যে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া যাঁহাকেই নির্ধারণ করা হয়, তিনি হয় তো এ জন্য যোগ্য হইতে পারেন যখন কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং কোন অস্তিত্বের সন্ধান ছিল না তিনি উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিংবা এজন্য যে এমন যুগে যখন কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং জানা ছিল না যে অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের স্থায়িত্ব, স্বাস্থ্য রক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য যে যে জিনিষের প্রয়োজন—তিনি ঐ সব বস্তুত সরবরাহ করিয়াছেন, বা এমন সময়ে যখন তাহার উপর অনেক প্রকার বিপদ ঘটিতে পারিত তিনি দয়া করিয়াছেন ও তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন, অথবা এজন্য প্রশংসার পাত্র হইতে পারেন যে, পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম নষ্ট করেন না—শ্রমকারীদের হক পূরাপুরি দেন। যদিও বাহ্যিকভাবে শ্রমীর হক দেওয়া বিনিময় প্রদান বটে, কিন্তু এরূপ ব্যক্তিও অনুগ্রহও করেন—যিনি পুরাপুরি হক প্রদান করেন। এই গুণগুলি উচ্চ পর্যায়ের—যাহা কাহাকেও প্রশংসার যোগ্য করিতে পারে। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, প্রকৃতপক্ষে এই সব প্রশংসারই যোগ্য শুধু আল্লাহ্-তা'লা। তিনিই সম্যকভাবে এই সকল গুণে গুণান্বিত। আর কাহারো মধ্যে এই গুণাবলী নাই।

প্রথম সৃষ্টি ও প্রতিপালন বাচক গুণের প্রতি লক্ষ্য কর। মাতা-পিতা ও অন্য অনুগ্রহকারীদের উদ্দেশ্য থাকে, যাহার ফলে তাঁহারা এহসান করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, ইহার দলীল এই যে সুস্থ, সুন্দর ও সবল সন্তান জন্মিলে মাতাপিতা আনন্দিত হন এবং এই আনন্দ পরে আরো বাড়িতে থাকে। আনন্দের বাদ্য বাজানও হয়। কিন্তু কন্যা জন্মিলে গৃহ ক্রন্দনাগারে পরিণত হয় এবং ঐ দিন শোক-দিবসে পরিণত হয়। তাঁহারা মুখ দেখাইবার যোগ্য বলিয়া তাঁহাদিগকে মনে করেন না। অনেক সময়, কোন কোন মূর্খ নানা উপায় অবলম্বনে মেয়েদিগকে হত্যা করে, বা তাহাদের প্রতিপালনে যথোপযুক্ত মনোযোগী হয় না। যদি শিশু আতুর, অন্ধ বা খঞ্জরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তবে চায় যে শিশুর মৃত্যু হয় এবং অধিকাংশ সময়ে বিচিত্র নয় যে আপদ বিশেষ মনে করিয়া নিজেই হত্যা করে। আমি পাঠ করিয়াছি, গ্রীকেরা এই প্রকার শিশুদিগকে ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করিত। বরং তাহাদের রাষ্ট্রীয় বিধান ছিল—অকর্মণ্য, বিকলাঙ্গ, অন্ধ ইত্যাদি প্রকার কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ উহাকে বধ করা হয়। ইহা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, মানুষের চিন্তা

ধারায় সন্তান পালন ও তত্ত্বাবধানের সহিত তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ বা উদ্দেশ্য মিশ্রিত থাকে। কিন্তু এত সৃষ্টির (যাহা কল্পনাতীত ও বর্ণনাতীত এবং জমিন আস্‌মনে ভর্তি) সৃজন ও প্রতিপালনে আল্লাহ্‌-তা'লার কোন স্বার্থপরতা মূলক উদ্দেশ্য নাই। তিনি মাতাপিতার ন্যায় সেবা বা জীবিকা চান না। তিনি সমস্ত সৃষ্ট জীবকে শুধু 'রবুবিয়ত' বা প্রতিপালন বাচক গুণের তাগিদে সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, চারা লাগান, তারপর জলদান, তত্ত্বাবধান এবং ফল প্রসূ বৃক্ষ হওয়া পর্যন্ত রক্ষা করা এক মহা অনুগ্রহ। মানুষ তাহার অবস্থা এবং চিন্তা শক্তি সম্বন্ধে ভাবিলে জানিতে পারে যে, খোদা-তা'লা কত বড় অনুগ্রহ করিয়াছেন! কত কত বৈপ্লবিক ও নিঃসহায় মুহূর্তে কত, কত পরিবর্তনের মধ্যে তাহার হস্ত ধারণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিক, যাহা এখনি আমি বর্ণনা করিয়ছি, তাহা এই যে অস্তিত্বে ঘটাইবার পূর্বে সামাজিক জীবন ও শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য পুরাপুরি সরঞ্জাম মজুদ থাকা অত্যাবশ্যক। দেখ, আমরা জন্ম গ্রহণ করিবারও পূর্বে—পূর্ব হইতেই সরঞ্জাম সরবরাহ করা হইয়াছে। কিরণমালাময় সূর্য যাহার উদয়ে এখন আলো সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং দিন চড়িয়াছে, না থাকিলে কি আমরা দেখিতে পাইতাম বা আলোক দ্বারা যে সকল উপকার আমরা লাভ করিতে পারি, তাহা কি প্রকারে পাইতাম? যদি সূর্য, চাঁদ বা অন্য কোন প্রকার আলো না থাকিত, তবে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় বেকার হইত। যদিও চোখে দেখার একটা শক্তি আছে, কিন্তু উহা বাহিরের আলোক ছাড়া অর্কমণ্য। সুতরাং ইহা কত বড় অনুগ্রহ যে, শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য উহার ঐ সকল জরুরী সরঞ্জাম পূর্বে সরবরাহ করিয়া দিয়াছেন। তারপর, ইহা তাঁহার কত বড় রহমত যে, তিনি এমন শক্তিগুলি দিয়াছেন এবং তাহাতে এমন যোগ্যতা আপনিই অন্তর্নিহিত রাখিয়াছেন যাহা মানুষের পূর্ণত্ব প্রাপ্তি এবং শেষ সীমানায় পৌঁছার জন্য অত্যাবশ্যক। মস্তিষ্কে, স্নায়ুমণ্ডলীতে এবং রসবিন্দুগুলিতে এমন বৈশিষ্ট্য রাখিয়াছেন, যে মানুষ তাহা কাজে লাগাইতে পারে এবং সম্যক ব্যবহার করিতে পারে। এই জন্য শক্তিগুলির অনুপূরণের সামগ্রীও সঙ্গেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই তো আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার অবস্থা। মানুষের মঙ্গল যাহাতে আছে, তদুদ্দেশ্যে প্রত্যেক শক্তিরই পূর্ণতম সামঞ্জস্য বিদ্যমান। বাহিরের দিকেও এই প্রকার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাই রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই ব্যবসানুমোদিত সামগ্রী তাহার সৃষ্টির পূর্বেই সরবরাহ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে, জুতা নির্মাতা চামড়া ও সূতা না পাইলে, কোথা হইতে আনিত? কি প্রকারে তাহার ব্যবসা পূর্ণতা লাভ করিত? সেইরূপ, দরজি কাপড় না পাইলে, শেলাই কিরূপে করিত? এই প্রকারই প্রত্যেকের অবস্থা। চিকিৎসক যতই বিচক্ষণ ও জ্ঞানী হউন, ঔষধ না

হইলে তিনি কি করিতে পারেন? খুব চিন্তা পূর্বক তিনি ব্যবস্থা পত্র লিখিয়া দিবেন, কিন্তু বাজার সেই ঔষধ না পাওয়া গেলে তিনি কি করিবেন? খোদার কত অনুগ্রহ, এক দিকে তিনি জ্ঞান দিয়াছেন। অন্য দিকে, ভেষজ দ্রব্য, বৃক্ষলতা, প্রস্তর ও প্রাণী রোগীদের অবস্থানুরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের বিভিন্ন গুণ রাখিয়াছেন, যাহা সব যুগে অচিন্তনীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তুতঃ, খোদা-তা'লা অপ্রয়োজনীয় কিছুই সৃষ্টি করেন নাই। চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে, কাহারো প্রস্রাব বন্ধ হইলে, কোন কোন সময় জোঁক প্রস্রাবেন্দ্রিয়ের ছিদ্র মুখে লাগাইলে প্রস্রাব হয়। মানুষ এই সমুদয় জিনিষের সাহায্যে কত উপকার লাভ করে, কেহ অনুমান করিতে পারে কি? কখনো না এবং কাহারো চিন্তায় আসিতে পারে না। তারপর চতুর্থ বিষয়, পরিশ্রমের ফল। ইহার জন্য খোদা-তা'লার অনুগ্রহের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত স্থলে, মানুষ কত পরিশ্রম করিয়া কৃষি করে। যদি খোদা-তা'লার সাহায্য তাহার সহানুবর্তী না হয়, তবে কি প্রকারে শস্য গৃহে আনিতে পারে? তাঁহারই অনুগ্রহে যথা সময়ে সব জিনিষই হয়। এবার অনাবৃষ্টির ফলে মানুষ প্রায় মরনোন্মুখ ছিল। কিন্তু খোদা তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা বৃষ্টিপাত করিয়াছেন এবং অনেক মানুষকে রক্ষা করিছেন। সংক্ষেপে বলিতে হয়, প্রথমতঃ সাত্ত্বিক হিসাবে খোদা-তা'লারই পূর্ণ ও সর্বোচ্চ প্রশংসার অধিকার। তাঁহার মুকাবিলা অন্য কাহারও সত্ত্বা স্বরূপ কোন অধিকার নাই। কাহারো কোন প্রশংসার অধিকার থাকিলে, তাহা শুধু প্রকান্তরে। ইহাও খোদা-তা'লারই অনুগ্রহ। তিনি একক ও অংশীহীন—'ওয়াহ্‌দাহু লা শরীক' হওয়া সত্ত্বেও অনুকম্পা দ্বারা কাহাকেও কাহাকেও তাঁহার প্রশংসায় যোগ করেন, যেমন তিনি এই সুরাহ্ সরীফাতে বলিয়াছেন:

قل اعوذ برب الناس - مالک
الناس - اله الناس - من شر
الوسواس الخناس - الذی یوسوس
فی صدور الناس من الجنة و
الناس -

ইহাতে আল্লাহ্-তা'লা মৌলিক প্রশংসার সহিত অমৌলিক প্রশংসাও ইশারা দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহাতে নৈতিক চরিত্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়। এই সুরাহ্‌তে তিন প্রকার সত্য নিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথম বলা হইয়াছে, তোমরা আশ্রয় চাও আল্লাহ্‌র নিকট—যিনি সম্যক পূর্ণগুণে গুণী—যিনি মানুষের 'রাব্' (স্রষ্টা ও প্রতিপালক) 'মালীক, 'মাবুদ' (উপাস্য) ও প্রকৃত আরাধ্য। এই সুরাহ্ এ প্রকার যে, ইহাতে প্রকৃত তৌহীদও কায়েম রাখা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গেই ইহাও সংকেত দেওয়া হইয়াছে যে অন্যদের হক্‌ও নষ্ট করিবে না, যাঁহারা প্রতিবিম্বাকারে এই

গুণাবলীর প্রকাশক। 'রাব্' শব্দে সংকেত করা হইয়াছে, যদিও প্রকৃত পক্ষে খোদাই প্রতিপালক এবং তিনিই চরম উন্নতিদাতা, কিন্তু অনুকম্পা স্বরূপ ও প্রতিচ্ছায়ারূপে আরো দুইটি অস্তিত্ব আছে—উহারা 'রবুবিয়ত' প্রকাশ করে। একটি দৈহিকভাবে, অন্যটি আধ্যাত্মিকভাবে। দৈহিকভাবে মাতা-পিতা এবং আধ্যাত্মিকভাবে ধর্ম-গুরু ও ধর্ম পথ প্রদর্শক। অন্যত্র বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন :

و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه
و بالوالدين احسانا -

অর্থাৎ, "খোদা চাহেন অন্য কাহারো উপাসনা করিবে না এবং মাতাপিতার প্রতি উত্তম ব্যবহার করিবে।" প্রকৃতপক্ষে, কেমন প্রতিপালন ('রবুবিয়ত')! মানুষ শিশু থাকে। তাহার কোন প্রকার শক্তি থাকে না। ঐ অবস্থায় মা কত যত্ন করেন এবং পিতা মায়ের কাজের কত সাহায্য করেন। খোদা-তা'লা শুধু তাঁহার অনুগ্রহ দ্বারা নিঃসহায় সৃষ্টির তত্ত্বাবধানের জন্য দুই সত্ত্বা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেমের আলোকমালার এক প্রকার প্রেমের আভা তাঁহাদের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাতা-পিতার স্নেহ অমৌলিক। মৌলিক প্রেম আল্লাহ্ তা'লার। যে পর্যন্ত আল্লাহ্-তা'লার তরফ হইতে ইহা অর্পিত না হয়, কোন মানুষ বন্ধু হউক, সম স্থানীয় হউক, বা শাসক হউক —কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। ইহা খোদা-তা'লার কামাল 'রবুবিয়তের' নিগূঢ় তত্ত্ব। মাতাপিতা সন্তানকে এমন স্নেহ করেন যে, তাহাদের প্রতিপালনে সর্ব প্রকার দুঃখ প্রশস্ত অন্তঃকরণে স্বীকার করেন। এমন কি, তাহাদের জীবনের জন্য মৃত্যু বরণেও কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং, খোদা-তা'লা নৈতিক চরিত্রের পরম উৎকর্ষতা বিধানের জন্য 'রাব্বন্ নাস্' (মানুষের প্রতিপালক) শব্দগুলিতে মাতা-পতা ও ধর্ম-গুরুর প্রতি সংকেত করিয়াছেন, যাহাতে রূপাত্মক ও প্রত্যক্ষ কৃতজ্ঞতার দিক হইতে প্রকৃত 'রাব্', প্রকৃত প্রতিপালক ও পথ-প্রদর্শকের কৃতজ্ঞতার দিকে মানুষ পদক্ষেপ করিতে পারে। এই রহস্য প্রকাশার্থে এই মহামান্য সুরাহ্ 'রাব্বিন্-নাস' (মানুষের প্রতিপালক, 'রব্') বাক্য দ্বার আরম্ভ করা হইয়াছে, 'ইলাহিন্-নাস' (মানুষের উপাস্য, আরাধ্য ও মাবুদ) বলিয়া শুরু করা হয় নাই। আধ্যাত্মিক গুরু খোদা-তা'লার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার প্রদত্ত সামর্থ্য ও পথ প্রদর্শনে শিক্ষা দেন বলিয়া তিনিও ইহার অন্তর্গত। তারপর, ইহার অন্য অংশ হইতেছে 'মালিকিন্-নাস'। অর্থাৎ, তোমরা শরণার্থী হও আল্লাহ্‌র, যিনি তোমাদের বাদশাহ্। ইহা আর একটি সংকেত, যাহাতে মানুষকে সভ্যতার নীতি সম্বন্ধে অবহিত করা হয় এবং তাহাকে সভ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্-তা'লাই বাদশাহ্। কিন্তু ইহাতে সংকেত করা হইয়াছে যে, প্রতিচ্ছায়ারূপে বাদশাহ্ আছে।

এই জন্যই ইহাতে সাংকেতিকভাবে সমসাময়িক বাদশাহের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। এখানে কাফের ও মুশ্‌রিক এবং তৌহীদ-ভক্ত বাদশাহ্‌, তথা কোন প্রকার গণ্ডীর উল্লেখ নাই। ইহা সার্বজনীন। যে কোন ধর্মাবলম্বী বাদশাহ্‌ হইতে পারেন। ধর্ম ও বিশ্বাসের ভাগ সতন্ত্র। কোরআনে যেখানেই খোদা অনুগ্রহকারীর কথা বলিয়াছেন, সেখানে এরূপ কোন শর্ত নির্দেশ করেন নাই যে, অনুগ্রহকারী মুসলমান একেশ্বরবাদী হওয়া চাই এবং অমুক মতাবলম্বী হইতে হইবে; বরং সাধারণ ভাবে অনুগ্রহকারী সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যে মতাবলাম্বীই হউক না কেন। খোদা-তা'লা তাঁহার পবিত্র বাক্যে অনুগ্রহকারীর প্রতি উত্তম ব্যবহারের শক্ত তাগিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে নিম্নবর্ণিত আয়েতে বলিয়াছেন:

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

[হাল্‌ জাযাউল্‌ এহ্‌সানে ইল্লাল্‌ এহ্‌সানু" '
"এহ্‌সানের প্রতিদান এহ্‌সান ছাড়া হইতে পারে কি?"

* * *

[প্রসঙ্গক্রমে হযরত আক্‌দস্‌ শিখ আমলের সহিত ইংরাজ আমলের তুলনা পূর্বক ইংরাজ আমলের ধর্ম-স্বাধীনতার সমালোচন পূর্বক বলেন:]

এখন কেহ নিজে তাহার আচার খারাপ করিলে তাহার বিপথগামিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরাধ দ্বারা আপনিই শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হইলে সে অন্য কথা; অথবা নিজেই যদি কুবিশ্বাস ও শৈথিল্যের কারণে এবাদতে ত্রুটি করে, তবে সতন্ত্র বিষয়। কিন্তু সরকারের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। এখন যতখানি 'আবেদ' হইতে চাও, কোন বাধা নাই। * * * দুঃখের বিষয়, মুসলমান নিজেই শরীয়তের অবমাননা করে। দেখ, যাহারা এই দিনগুলিতে রোযা রাখিয়াছে, তাহারা কোনই দুর্বল বা জীর্ণ-শীর্ণে পরিণত হয় নাই এবং যাহারা উপেক্ষা করিয়া এই মাস কাটাইয়াছে, তাহারা কোনই মোটাসোটা হয় নাই। ইহাদেরও সময় কাটিয়াছে এবং উহাদেরও সময় অতিবাহিত হইয়াছে। শীতের দিনের রোযা ছিল। শুধু খাওয়ার সময়ের একটা পরিবর্তন ছিল। ৭টা বা ৮টায় না খাইয়া ৪টায় ৫টায় খাওয়া হইত। এত খানি সুবিধা সত্ত্বেও অনেকে আল্লাহ্‌-তা'লার নিদর্শনের—তাঁহার 'শাইরের' সম্মান করে নাই এবং খোদা-তা'লার এই সম্মানিত মেহনান—মাহে রমযানকে বড়ই উপক্ষোর চোখে দেখিয়াছে। এই প্রকার সহজ সময়ে রমযানের আগমন এক প্রকার কষ্টি ছিল। বাধ্য ও অবাধ্যের মধ্যে পার্থক্যের জন্য এই রোযা 'মিযান' (তুলা দণ্ড) ছিল খোদার তরফ হইতে। সরকার সম্যক স্বাধীনতা দিয়াছেন। নানা প্রকার ফল ও খাদ্য বস্তু সহজে পাওয়া যায়। আজ পাওয়া যায় না, আরাম জনক এমন কোন সামগ্রীই নাই।

এই সব সত্ত্বেও পরওয়া না করিবার কারণ কি? ইহাই যে দেলের মধ্যে ইমান নাই। দুঃখের বিষয়, এক মেথরের সমানও খোদার 'লিহায' করা হয় না। অন্য কথায়, মনে করা হয় যে, খোদার সহিত কখনো পাল্লা পড়িবে না এবং তাঁহার বিচারালয়ে কখনো উপস্থিত হইতে হইবে না। হায়, যদি অস্বীকারকারী চিন্তা করে, এবং ভাবিয়া দেখে যে কোটি কোটি সূর্যালো অপেক্ষাও অনেক বড় খোদা-তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান। দুঃখের বিষয়, একটা জুতা দেখিয়া নিশ্চতভাবে মনে করা হয় যে ইহার কোন নির্মাতা আছে। কিন্তু ইহা কত দুর্ভাগ্য যে, খোদা-তা'লার অনন্ত সৃষ্টি দেখিয়াও তাহার প্রতি ইমান হয় না, বা যে ইমান জন্মে, তাহা না থাকার মধ্যে।

* * *

স্মরণ রাখিতে হইবে, মানুষ স্বাধীনভাবে ও শান্তির সহিত তবেই এবাদত করিতে পারে, যদি তাহার মধ্যে চারিটি শর্ত বজায় থাকে এবং তাহা এই:—

প্রথম, স্বাস্থ্য। যদি কোন ব্যক্তি এত দুর্বল যে, বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, সে কি নামায রোযার নিয়মানুবর্তিতা করিতে পারে? সেইরূপেই আবার হজ যাকাত প্রভৃতি অনেক জরুরী বিষয় পালন হইতেও অক্ষম থাকিবে। * * *

দ্বিতীয় শর্ত, ইমান। যদি খোদা-তা'লা এবং তাঁহার আদেশাবলীর উপর ইমানই না থাকে এবং ভিতরে ভিতরে বেদ্বীনী ও ধর্ম-দ্রোহিতা বুষ্টব্যাধিরূপে আক্রমণ করে, তবেও 'আহ্‌কামে এলাহী' (ঐশী-আদেশাবলী) পালন করিতে পারে না। এই কারণেই অনেক লোক পাঞ্জাবীতে বলে: "ইহ্ জগ, মিঠা তে আগ্‌লা কিন্ ডেঠা? [এ জগৎ মিষ্ট, এখন পরজগৎ কে দেখিয়াছে"?] দুঃখের বিষয়, দুই ব্যক্তির সাক্ষীর ফলে অপরাধীর ফাঁসী হইতে পারে। কিন্তু এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর এবং অগণিত অলিগণের সাক্ষ্য বিদ্যমান। তবু এখন পর্যন্ত এই প্রকার ধর্মদ্রোহিতা লোকের চিত্ত হইতে অপসারিত হয় নাই। প্রতি যুগে খোদা-তা'লা তাঁহার শক্তিশালী নিদর্শন ও মুজেযা সমূহ দ্বারা "আমি আছি" বলিয়া প্রকাশ করেন।

কিন্তু দুর্ভাগাগণ কান থাকা সত্ত্বেও শোনে না। এই শর্তও অত্যন্ত গুরুত্বময়, বড় শর্ত। ***ইমান ও ইতেকাদকে পোক্ত করিবার জন্য ব্যপকভাবে ধর্ম শিক্ষার প্রয়োজন এবং ধর্ম শিক্ষা ধর্ম পুস্তকাবলীর প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রেস ও ডাকঘরের কল্যাণে সব রকমের ধর্ম গ্রন্থ পাওয়া যায়। পত্রিকার সহযোগে ভাব বিনিময়ের সুযোগ আছে। পুন্যচেতা লোকদের জন্য মহা সুযোগ। ইমান ও ইতেকাদে দৃঢ়তা লাভ করুন। এই সকল কথা ছাড়াও অত্যা-বশ্যকীয় বিষয় হইতেছে ইমানের দৃঢ়তার জন্য

খোদা-তালার নিদর্শন, যাহা খোদা-তা'লার তরফ হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া সমাগত ব্যক্তির হস্তে প্রকাশিত হয়, যিনি তাঁহার কার্যক্রম দ্বারা লুপ্ত সত্য ও তত্ত্ব জ্ঞানকে সঞ্জীবিত করেন। অতএব, খোদা-তা'লার শোকর করিতে হইবে, তিনি এই যুগে এইরূপ ব্যক্তিকে ইমান পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য আদিষ্ট করিয়াছেন এবং এজন্য পাঠাইয়াছেন যাহাতে মানুষের প্রত্যয়ের শক্তি, উন্নত করে।***তিনি কে? তিনিই, যিনি তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন। ইহা সর্বজন স্বকৃত কথা যে, পূর্ণ মাত্রা ইমান না হওয়া পর্যন্ত মানুষ পুণ্যকর্ম পূর্ণ মাত্রায় করিতে পারে না। ইমানের দিক যতই আধোগামী হইবে, ততই মানুষ অমলে (কর্মে) সোস্ত্ ও দুর্বল হইবে। এই জন্য তিনিই অলি বলিয়া আখ্যায়িত হন, যাঁহার সব দিক পুষ্ট এবং কোন দিক দিয়াই তিনি দুর্বল নহেন। তিনি যে পুণ্যকর্ম করেন, তাহা সর্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। বস্তুতঃ' দ্বিতীয় শর্ত ইমানের সালামতি।

তৃতীয় শর্ত, অর্থ শক্তি। মসজিদ নির্মাণ এবং ইস্‌লামের আনুসঙ্গিক বিষয়াবলী পালন অর্থ শক্তির উপর নির্ভর করে।***

চতুর্থ শর্ত, নিরাপদ অবস্থা। শান্তি বা নিরাপদ অবস্থা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নহে। যখন হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার ভার বিশেষভবে রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হইয়া আসিতেছে। রাষ্ট্র যতই সাধু ভাবাপন্ন, নেক-নিয়েৎ হইবে এবং রাষ্ট্রের মনোভাব যতই পবিত্র হইবে, ততই এই শর্ত অধিক পরিষ্কারভাব পূর্ণ হইবে।*** মানুষের কৃতজ্ঞতা যে স্বীকার করে না, সে খোদা-তা'লারও কৃতজ্ঞ হইতে পারে না। কারণ কি? এজন্য যে, মানুষও খোদা-তা'লারই প্রেরিত এবং খোদারই ইচ্ছাধীন চলে। বস্তুতঃ, এই সকল কথা যাহা আমি বলিলাম, একজন সাধু প্রাণ মানুষকে বাধ্য করে, যেন এইরূপ উপকারীর বা অনুপকারীর শোকারগুজার (কৃতজ্ঞ) হয়। এই কারণেই আমরা বার বার আমাদের গ্রন্থে ও বক্তৃতায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এহসান বর্ণনা করিয়া থাকি। আজও 'এহসান-ফরামুষ' —উপকারীর উপকারের কথা যাহাদের স্মরণ থাকে না—তাহারা তাহাদের কপট প্রকৃতির দিক হইতে অনুমান দ্বারা 'সিদিক ও এখলাস' হইতে উদ্ভূত, আন্তরিকতার প্রজাত আমাদের এই কর্মকে মিথ্যা খুসামোদ বলিয়া প্রকাশ করে।

এখন আমি পুনরায় মূল বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন পূর্বক বলিতে চাহি যে, প্রথমে এই সুরাহ্‌তে আল্লাহ্-তা'লা 'রাব্বিন্-নাস' বলিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন 'মালিকিন্-নাস' এবং শেষে বলিয়াছেন 'ইলাহিন্-নাস'—যিনি মানুষে পরমারাধ্য। 'ইলাহ্' পরমারাধ্য উপাস্যকে বলা হয়। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থ "লা মাবুদা লী ও লা মাক্‌সুদা লী ও মাৎলুবা লী ইল্লাল্লাহু" (আমার অন্য কোন মাবুদ নাই, আমার আরাধ্য

আর কেহ নয়, আমি আল্লাহ্ বাদে কাহাকেও চাই না)। ইহাই সত্যিকার তৌহীদ যে, বাবতীয় প্রশংসা ও স্তুতির পাত্র একমাত্র আল্লাহ্-তা'লাকেই ঠাহরাইতে হইবে। তারপর বলিয়াছেন, "মিন্ শার্‌রিল্ অস্‌ওয়াসিল্ খান্নাস" অর্থাৎ কমুন্ত্রণাদাতা, সন্দেহ সৃষ্টিকারী 'খান্নাসের' অনিষ্ট হইতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। আরবী ভাষায় 'খান্নাস' অর্থ সর্প। হীব্রুতে ইহাকে 'নাহাশ' বলে। কারণ, ইহা প্রথমেও অন্যায় করিয়াছিল। এখানে 'ইবলিস' বা শয়তান বলা হয় নাই, যাহাতে মানুষ তাহার আদি কথা স্মরণ করে যে—কি প্রকারে শয়তান তাহাদের মাতাপিতাকে ধূকা দিয়াছিল। তখন ইহার নাম 'খান্নাস'ই রাখা হইয়াছিল। এই তরতিব বা আনুপূর্বিক প্রসঙ্গ বর্ণনা খোদা-তা'লা এজন্য করিয়াছেন, যাহাতে মানুষকে অতীত ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। শয়তান যেমন ধূকা দিয়া খোদার আদেশ পালন হইতে মানুষকে বিরত করিয়াছিল, সেইরূপই সে যেন কোন সময় সমসাময়িক বাদশাহের আনুগত্যের বিরুদ্ধাচারী না করে এবং আদেশ পালনে বিরত না করে। এমনি মানুষ সততঃ তাহার চিত্তস্থ সংকল্প ও উদ্দেশ্যের পরীক্ষা করিবে, যেন তাহার মধ্যে সমসাময়িক বাদশাহের আনুগত্য তাহার কতটুকু আছে এবং চেষ্টা করিবে ও খোদা-তা'লার নিকট দোয়া করিবেন যে, কোন প্রবেশ পথ দিয়া শয়তান তাহার মধ্যে না ঢুকে।

এখন এই সুরাহ্‌তে আজ্ঞানুবর্তিতার যে আদেশ করা হইয়াছে, তাহা খোদা-তা'লারই আদেশ। কারণ মূল আনুগত্য তাঁহারই। কিন্তু মাতাপিতা, মুরশিদ, হাদী (ধর্মগুরু, ধর্মপথ প্রদর্শক) এবং সমসাময়িক বাদশাহের আনুগত্যের আদেশও খোদা-তা'লাই দিয়াছেন। আনুগত্যের ফলে খান্নাসের কাবু হইতে রক্ষা লাভ হইবে। সুতরাং, পানাহ্ চাহিবে, খান্নাসের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার। কারণ মুমেন একই ছিদ্রে দুই বার দংশিত হয় না। এক বার যে পথে বিপদ উপস্থিত হয়, পুনরায় উহাতে আবদ্ধ হইবে না। সুতরাং এই সুরাহ্‌তে স্পষ্ট সংকেত দেওরা হইয়াছে যে, সমসাময়িক বাদশাহের আজ্ঞা পালন 'ইতাআৎ' করিবে। খোদা-তা'লা বৃক্ষ, পানি, আগুন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু ও মূল সমূহে গুণরাজি রাখার ন্যায় খান্নাসের গুণ রাখিয়াছেন। মৌলিক বস্তুর আরবী 'উনসুর' عنصر শব্দ 'আন্-সির' (عن+سر) হইতে উদ্ভূত। আরবীতে ص (সাদ) এবং س (সীন) এর পরস্পর পরিবর্তন হইয়া থাকে। অর্থাৎ, এই জিনিষ আল্লাহ্‌র রহস্যের অন্তর্গত। প্রকৃত পক্ষে, এখানে পৌঁছিয়া মানুষের গবেষণা বাধা পায়। যাহা হউক, মৌল বা অমৌল প্রত্যেক জিনিষ খোদার তরফ হইতে। এই যখন কথা, যেহেতু এই প্রকার বাদশাহ্‌দিগকে পাঠাইয়া তিনি আমাদিগকে সহস্র সহস্র মুশ্‌কিল হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন এবং এমন পরিবর্তন

ঘটাইয়াছেন যে জ্বলন্ত অগ্নি-কুণ্ড হইতে বাহির করিয়া মনোরম বৃক্ষরাজি পরিশোভিত উদ্যানে পৌঁছাইয়াছেন—যাহার চারি দিকে নদীগুলি প্রবাহিত হইতেছে এবং সুশীতল আরাম দায়ক বায়ু বহিতেছে, তদবস্থায় কত বড় অকৃতজ্ঞতা হইবে, যদি কেহ তাঁহার অনুগ্রহ সমূহকে ভুলিয়া যায়।

বিশেষতঃ, আমাদের জমাআতকে খোদা অন্তর্দৃষ্টি দিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে আদৌ কপটতা নাই। কারণ তাহারা যাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে, তাঁহার মধ্যে অনুমাত্র কপটতা নাই। শোকরগুজারীর অতি উত্তম আদর্শে পরিণত হইতে হইবে এবং আমার স্থির প্রত্যয় আছে যে, আমার জমাআতে কপটতা নাই এবং আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনে তাঁহাদের 'ফিরাসৎ' ভুল করে নাই। কারণ আমি প্রকৃতই তিনি, যাঁহার আগমনের দিকে ইমানের 'ফিরাসৎ' পাওয়ায় মনোযোগী করিয়াছে। খোদা-তা'লা সাক্ষী এবং জানেন যে, আমি সেই সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও প্রতিশ্রুত—সাদেক আমীন মাওউদ যাঁহার প্রতিশ্রুতি আমাদের নেতা ও গুরু, সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলিয়া সমর্থিত —'সাদেক ও মসদুক'—রসুল করীম ও সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের কল্যাণময়ে মুখ কর্তৃক দেওয়া হইয়াছিল। আমি সত্য সত্য বলি যে, আমার সহিত যাহারা সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই, তাহারা এই পরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত। বলিতে কি, 'ফিরাসৎ' এক কিরামত বা আলোকবাতা। এই শব্দ ফে'তে 'যবর' বা 'যের' উভয় প্রকারেই আছে। 'যবর' সহ হইলে [উচ্চারণ 'ফারাসৎ'—সঃ আঃ] ইহার অর্থ অশ্বারোহণ। মুমেন 'ফারাসৎ সহ তাহার নাক্‌সের উপর হুসিয়ার সাওয়ার। খোদার তরফ হইতে সে 'আলোক' (নুর) পায়। তদ্বারা সে পথ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন :

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر
بنور الله -

অর্থাৎ, "মুমেনের ফারাসতকে ভয় করিবে, কারণ সে আল্লাহ্‌র আলোকে দেখে।" বস্তুতঃ আমাদের জমাআতের ('ফিরাসতের') বড় প্রমাণ এই যে, তাহারা খোদার 'আলোক' চিনিয়াছে। সেইরূপ, আমি আশা করি, আমাদের জমাআতে কর্মের দিকে—'আমলী হালতে'ও উন্নতি করিবে। কারণ তাহারা আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণের এই প্রকার আচরণ হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র যে,

শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাতে তাঁহাদের প্রশংসা করে, এবং গৃহে আসিয়া 'কাফের বলিয়া আখ্যায়িত করে। হে আমার জমাআত! শুন স্মরণ রাখিও, খোদা এই প্রকার আচরণ পসন্দ করেন না। আমার সহিত যাহারা সম্বন্ধ রাখ এবং শুধু খোদার উদ্দেশ্য রাখ, সদাচারীদের প্রতি সদাচার করিবে এবং অসদাচারীদিগকে ক্ষমা করিবে। কেহই 'সিদ্দীক' হইতে পারে না, যে পর্যন্ত সে একই রঙে রঙীন না হয়। যে কপতা-মূলক আচরণ করে এবং দুমুখী হয় অবশেষে ধৃত হয়। প্রবাদ আছে:

دروغگو را حافظه نه باشد

"মিথ্যাবাদীর স্মরণ শক্তি থাকে না।"

['রুইয়াদে জলসায় দোয়া হইতে অনুদিত]

মুসলেহ মাওউদ সম্বন্ধে হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) প্রাপ্ত ঐশীবাণী

"আমি তোমার প্রার্থনানুযায়ী তোমাকে একটি রহমতের নিদর্শন দিতেছি। আমি তোমার ক্রন্দন শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়া সমূহকে অনুগ্রহ করিয়া কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং, শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তি লাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তাহারা বাহির হইয়া আসে—যাহাতে ইস্‌লাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহ্‌তা'লার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশীষ সহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণ সহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান, যাহা ইচ্ছা করি—করিয়া থাকি এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম এবং কেতাব এবং তাঁহার রসুল পাক্ মুহাম্মদ মুস্তাফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য

নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

'সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর. এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইল। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই ছেলে তোমারই ঔরসজাত সন্তান হইবে।" * * *

"তাহার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জিবনী শক্তি এবং 'পবিত্র আত্মার' প্রাসাদে বহু জনকে ব্যাধি মুক্ত করিবে। স 'কলিমাতুল্লাহ্'—আল্লাহর বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে। (ইহার অর্থ বুঝি নাই) সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ প্রিয় পুত্র।

مظهر الحق و العلا كان الله
نزل من السماء *

অর্থাৎ সত্য বিকাশক ও মহান যেন আল্লাহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে স্বীয় আত্মা দান করিব এবং খোদার ছায়া তাহার শীরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইবে - বন্দীদিগের মুক্তির কারণ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করিবে। জাতিগণ তাহার নিকট হইতে আশীষ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে।

وكان امرا مقضيا

[১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ইশ্‌তেহার হইতে অনুদিত]

হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মূদ আহ্‌মদ, মুসলেহ মাওউদ (আয়্যেদাহুল্লাহু তা'আলা) প্রতিশ্রুত মসিহের দ্বিতীয় খলিফা

'খোদা-তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমই প্রতিশ্রুত ধর্ম সংস্কারক—মুস্‌লেহ মাওউদ- যাহার দ্বারা ইস্‌লাম বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌছিবে।"

—মুস্‌লেহ মাওউদ (আইয়্যেদাহুল্লহু অদূদ)

'আল্-অসিয়ত' ও মুস্‌লেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

—হযরত মুস্‌লেহ্ মাওউদ
আইয়্যেদাহুল্লাহুল্‌ওদুহু

[১৯৪৭ সনের ৫ই জুলাই মাগরেবের নামাযের পর এক বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে হযরত আক্‌দস্ খলিফাতুল-মসিহ্ এই ভাষণ দেন। দ্রুত লিখন বিভাগের দায়িত্বে ইহা 'দৈনিক আল্-ফযলের' ১৯৬১ সনের 'মস্‌লেহ মাওদ সংখ্যায়' প্রকাশিত হয়। —সঃ 'আহ্‌মদী']

এক বন্ধু প্রশ্ন করিলেন :

"হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম 'আল-অসিয়তে' লিখিয়াছেন :

خدا نے مجھے خبر دی ہے
کہ میں تیری جماعت کے لئے
تیری ذریت سے ایک شخص
کو قائم کرونگا اور اس کو
اپنے قرب اور وحی سے مخصوص
کرونگا کہ اس کے ذریعہ سے
حق ترقی کریگا - اور بہت سے
لوگ سچائی کو قبول کریں گے -
[الوصیت]

["খোদা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন : 'আমি তোমার জমাআতের জন্য তোমার সন্তান হইতে এক ব্যক্তিকে কায়েম করিব এবং তাহাকে আমার নৈকট্য ও অহী দ্বারা বিশেষত্ব প্রদান করিব, যাহাতে তাহার দ্বারা সত্য উন্নতি করে এবং বহু বক্তি সত্যকে গ্রহণ করে'।"—'আল্-অসিয়ত']

ইহার সম্বন্ধে আপনি কোন কোন স্থলে বলিয়াছেন যে হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের এই এবারতটি হইতেছে ভবিষ্যতে কোন অগমনকরী সম্বন্ধে। সাধারণতঃ, জামাতের লোকগণ ইহা আপনার প্রতি আরোপ করে। ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হউক।"

হুযুর বলিলেন :

কথা হইল, যখন পৃথিবীতে কোন 'মামুর' (প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম সংস্কারক) আসেন তিনি

তাঁহার পরে আগমনকারী কোন 'মামুরের' অবশ্যই সংবাদ দেন। এই প্রকারেই এই শৃঙ্খল চলিয়া আসিয়াছে এবং চলিতে থাকিবে, যে পর্যন্ত না কিয়ামত উপস্থিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক নবীর সত্যের সমর্থনের তিনটি প্রমাণ থাকে। কোরআন করীমে উপর্যুপরি এই তিন প্রকার যুক্তি ও প্রমাণের প্রতি ইশারা পাওয়া যায়।

প্রথম প্রমাণ এই যে, নবুওতের দাবীকারী সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নবীর প্রদত্ত সংবাদ থাকে এবং তিনি যখন পৃথিবীতে প্রকাশিত হন, তখন তাঁহার কালাম ও তাঁহার এল্‌হাম পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে (কারণ প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হওয়াতে সময় নেয়) পূর্ববর্তী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার সত্যের দলীল হয়, যাহা নিয়া চিন্তা করার ফলে সুপ্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হেদায়েত লাভ করেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, নবীগণের জীবনই স্বয়ং তাঁহাদের সত্যের প্রমাণ হইয়া থাকে, যেমন বলা হয় যে, সূর্য উদয়ের পর উহার জন্য তখন কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। সূর্য আপনি আপনার প্রমাণ হয় এবং সকলেই দেখিয়া বলিতে পারে যে, সূর্য উদয় হইয়াছে। আল্লাহ্-তা'লার নবীগণের জীবনেও এই প্রকারেই আপনার মধ্যে এমন যুক্তি ও সত্য থেকে যে, পৃথিবী আপনাপনিই তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

দৃষ্টান্ত স্থলে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম যখন দাবী করিলেন, তখন কোরআন করীম তাঁহার সম্বন্ধে পৃথিবী-বাসীকে এই যুক্তিই দিয়াছিল এবং এই যুক্তি দ্বারাই অধিকাংশ লোক তাঁহার সত্য স্বীকার করিয়াছিল যে:

فقد لبثت فيكم عمرا من قبله
افلا تعقلون -

অর্থাৎ, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহে ও সাল্লাম) এই লোকদিগকে বলিয়া দাও: 'আমি কি আমার নবুওতের পূর্ববর্তী জীবন তোমাদের মধ্যে থাকিয়া যাপন করি নাই?" আল্লাহ্-তা'লা বলেন, এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তোমাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। তোমাদের মধ্যে বাস করেন। তোমাদের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের ৪০ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। তোমরা তাঁহার পবিত্রতা দেখিয়াছ, তোমরা তাঁহার ধর্মপরায়ণতা দেখিয়াছ, তোমরা তাঁহার সত্য-বাদিতা দেখিয়াছ, তোমরা তাঁহার 'এবাদত' দেখিয়াছ, তাঁহার প্রত্যেক চালচলন ও গতিবিধি দেখিয়াছ। এখন তোমরা কি প্রকারে বলিতে পার যে, তিনি মিথ্যাবাদী। মিথ্যা বাদিতার কোন কোন লক্ষণ পূর্বেও তো পাওয়া যাওয়ার ছিল।

৪০ বৎসরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁহার কোন মিথ্যাবাদীতার কোন একটা প্রমাণই

তোমাদের নিকট থাকার ছিল। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, অমুক আমের বৃক্ষে কঠাল ধরিয়াছে, তবে প্রত্যেক শ্রোতাই তাহাকে পাগল জ্ঞান করিবে। যদি কেহ বলে যে, অমুক আঙ্গুর লতায় তরমুজ ধরিয়াছে, জগৎ তাহাকে নির্বোধ নিরূপণ করিবে। যদি কেহ বলে যে, অমুক কুল বৃক্ষে নাশপাতি ধরিয়াছে, তবে দুনিয়া তাহাকে নিরেট বুদ্ধিহীন বলিবে এবং যদি কেহ বলে যে গমের গাছে যব শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, তবে পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান তাহার একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবে না। তার-পর, এ কি আশ্চর্যের কথা নয়, তরমুজ গাছে খরবুজ ধরাকে তো কেহ স্বীকার করে না, অথচ ইহারা প্রায় একই রকম আকৃতির ফল। গম, যব প্রায় একই প্রকার ফসল। আঙ্গুর লতায় কুল ধরাও কেহই স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীবাসী একথা স্বীকার করাইতে চায় যে, এক জন সত্যপরায়ণ, ধার্মিক, পরহেযগার এবাদতগুযার, ও সতত পূণ্যের প্রেরণাদাতার মধ্যে মিথ্যাবাদিতার ফল ধরিতে পারে। অর্থাৎ, মানুষের তুলনায় বৃক্ষ যাহার কোনই গুরুত্ব নাই, বরং মানুষের উপকারার্থে খোদা-তা'লা বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার সম্বন্ধে খোদা-তা'লা এই বিধান করিয়াছেন যে, এক গাছে অন্য ফল ফলে না—খরবুজ গাছে খরবুজই ধরে, সেবের গাছে সেবই হয়, আম বৃক্ষে আমই জন্মে এবং এই প্রকারে অন্যান্য গাছে ঐ ফলই ধরে, যাহা উহাদের সর্ব জন বিদিত ফল। কিন্তু এক জন সত্যপরায়ণ, পরহেযগার, তকওয়াশীল, পবিত্র মানুষ—যিনি উন্নত ফল ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সর্বদা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন - তিনি এক রাত্রে শয়নের পর যখন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার সমগ্র পবিত্রতা, পর-হেযগারী, তক্‌ওয়া, ও সত্যপরায়ণতা বিদায় গ্রহণ করিল এবং খোদা-তা'লা তাঁহার এবাদত, মানুষ জাতির প্রতি তাঁহার সহানুভূতি সূচক ব্যবহার, তাঁহার অতুলনীয় ত্যাগ ও কুরবানী এবং তাঁহার ধর্মশীলতার এই ফল পয়দা করিলেন যে, এক রাত্রির মধ্যেই তাঁহাকে পৃথিবীর জঘন্যতম মানুষ—অর্থাৎ, মিথ্যাবাদী ও প্রতারকে পরিণত করিলেন। ইহা এমন কথা, যাহা অবিকৃত মানব প্রকৃতি কখনো স্বীকার করিতে পারে না। সে-ই মাত্র এই প্রকার কথা বলিতে পারে, যাহার মস্তিষ্ক দোষ ঘটিয়াছে এবং যে বুদ্ধিহীন। নতুবা এই সত্যটি যেমন অস্বীকার করা যায় না যে, একটা সেব বৃক্ষে সেবই ধরিতে পারে, তেমনি যে ব্যক্তির ধর্ম-

শীলতা, তাক্‌ওয়া, সত্যপরায়ণতা, ও সত্য-নিষ্ঠা শত্রু মিত্র নির্বিশেষে স্বীকৃত—তাঁহার সম্বন্ধেও এ কথা গ্রহণীয় নয় যে, তিনি ৪০ বৎসর যাবত ক্রমাগত এই সমুদয় বিষয় পালন করিতেন, কিন্তু এক রাত্রিতেই তিনি মিথ্যা-বাদী হইয়া পড়িলেন।

সুতরাং, "ফা-কাদ্‌ লাবেস্‌তু ফিকুম্‌ উমুরান্‌ মিন্‌ কাবলিহি, লা-আফালুম তা'কেলুন" ('আমি তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে এক জীবন অতিবাহিত করিয়াছি') এমন একটি সত্য, যাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহা প্রত্যেক নবীতেই পাওয়া যায়। ইহা এমন এক দলীল, যাহা নবীর দাবীর পূর্ববর্তী জীবন-পাঠকগণের জন্য অভ্রান্ত যুক্তি। হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম যখন দাবী করিলেন, তখন যে মৌলবী মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেব তাহার সব চেয়ে কঠোর বিরুদ্ধবাদী হইলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কুফারের ফাৎওয়া তৈরী করাইলেন, তিনিও তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার নবুওতের দাবীর পূর্বে তাঁহার কেতাব 'বারাহীনে আহ্‌মদীয়া'র সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়া ছিলেন ঃ

اس کا مؤلف بھی اسلام کی
مالی و جانی و لسانی و حالی
و قالی نصرت میں ایسا ثابت
قدم نکلا ہے ۔ جسی کی نظر
پہلے مسلمانوں میں بہت پائی
گئی ہے ۔ (اشاعت السنہ جلد ۷
صفحہ ۷)

"ইহার প্রণেতাও ইস্‌লামের আর্থিক, দৈহিক বাচনিক, স্থায়ী ও অস্থায়ী আধ্যাত্মিক অবস্থা দ্বারা সাহায্যে এমন দৃঢ় হওয়ার প্রমাণ দিয়াছেন যে, ইহায় তুলনা পূর্বেকার মুসলমানগণের মধ্যে খুব কম পাওয়া যায়।" ['ইশাআতুস্‌-সুন্নাহ্‌, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭ম পৃষ্ঠা]

অন্য কথায়, তিনি স্বীকার করিলেন যে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলিহী ও সাল্লামের ওফাতের ১৩০০ বৎসর পর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইস্‌লামের এত খেদমত কেহই করে নাই, যত হযরত মসিহ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম করেন। তিনি তাঁহার শিক্ষক মৌলবী নযীর হুসায়েন দেহলবী অপেক্ষাও—যাঁহাকে আহলে হাদিসগণ ভারতের শ্রেষ্ঠতম আলেম বলিয়া জ্ঞান করিতেন—তাঁহাকে উচ্চ স্থান দিলেন এবং বিগত ১৩০০ বৎসরের উলামাগণ অপেক্ষাও তাঁহাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া স্বীকার করিলেন যে

মীর্যা সাহেব (আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম) তাঁহার আদর্শ, বাক্য ও ধার্মিকতা দ্বারা ইস্‌লামের যে খেদমত করেন, তাহা অন্য কেহ করে নাই। কিন্তু যেই তিনি দাবী করিলেন, সেই মুহাম্মদ হুসায়েন বাটালবী সাহেবই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের জন্য দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন যে এই ব্যক্তি (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা কথা বলিতেছেন। অন্য কথায়, তিনি রাত্রে শুইবার সময়ও সত্যবাদী, মুত্তাকী যাহেদ, এবাদতগুযার ছিলেন এবং ১৩০০ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পৃথিবীর তাবৎ মুসলমান অপেক্ষা ইস্‌লামের অধিক সেবা করেন, কিন্তু যেই তিনি নিদ্রা যাইয়া সকালে উঠিলেন তখন তিনি কোন মানুষের উপর নয়, 'না-উযু-বিল্লাহ, খোদা-তা'লার উপর মিথ্যারোপ করিলেন! অন্য কথায়, রাত্রে তো এক আম বৃক্ষকে দেখা গেল অত্যুৎকৃষ্ট মিষ্ট আম উহাতে ধরিয়াছে, কিন্তু সকালে উঠিয়া দেখা গেল উহাতে অতি তিক্ত নিম ফল ধরিয়াছে! এইরূপ কথা কোন সাধারণ লোকের নিকট বলিলেও জিজ্ঞাসা করিবে, "তুমি কি আমাকে পাগল মনে করিতেছে?"

কিন্তু বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারীদের অবস্থা এই যে, এক দিকে তো তাহারা স্বীকার করে যে তাঁহার ন্যায় এমন উন্নত জীবন আর কাহারো নহে, কিন্তু যখন তিনি দাবী করেন, তখন বলে যে, "এ মিথ্যাবাদী।"

রসুল করীম সাল্লাল্লহু আলাইহে ও সাল্লাম বা অন্য নবীগণের জীবনের কথা বাদ দেও। যাঁহারা রসুল কয়ীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসল্লামের উপর ইমান আনিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদের মর্যাদানুসারে এই মকাম দিয়াছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম ইহুদী হইতে মুসলমান হইয়া ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরয করিলেন: "রসুলুল্লাহ্, আপনি প্রথম আমার জাতিকে আমার সত্যপরায়ণতা ও সততা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। নচেৎ, আমার মুসলমান হওয়ায় তাহারা বলিবে যে টাকার লোভে বা কোন হীনাকাঙ্খা বশতঃ মুসলমান হইয়াছে। এ জন্য আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাহাদিগকে আমার সমন্ধে বলিবেন না যে আমি মুসলমান

হইয়াছি। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আমি কেমন লোক?' রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তাঁহকে পর্দায় পিছনে রাখিয়া ইহুদীদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল যে, তিনি তাহাদের একজন ভক্তি ভাজন, গুরু ব্যক্তি। অত্যন্ত ভদ্র, উচ্চ বংশীয়, শীর্ষস্থানীয় পুরুষ। তাহারা তাঁহাকে নেতা বলিয়া মান্য করে। এইটুকু তাহারা বলা মাত্র হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম পর্দার অন্তরাল হইতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহে" পাঠ করিতে করিতে বহিরে উপস্থিত হইলেন। ইহা দেখিয়া ঐ ইহুদীগুলি যাহারা এখনই তাঁহার মাহাত্ম্যের কথা বলিতেছিল—বলিল, "এই তো শয়তান।" হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ সালাম বলিলেন, "রসুলুল্লাহ দেখিলেন, এখনই ইহারা কি বলিতেছিল এবং এখন কি বলিতেছে?" তিনি বলিলেন, "আপনার নির্দোষিতা প্রমাণিত হইয়াছে।"

তারপর, ধর্মের কথা ছাড়। নবীগণের কথা নিয়া আলোচনাও বাদ দাও। এক জন সাধারণ লোক—যাহাকে সকলে সত্যবাদী বলে—তাহার সম্বন্ধেও যদি কেহ বলে যে কোন মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তবো শ্রোতা বলিবে ঐ ব্যক্তি কখনো তো মিথ্যা বলে নাই—সে-ই মিথ্যা বলিতেছে।

সুতরাং নবীগণের সত্যের সমর্থনে একটি বড় দলীল হইল তাঁহাদের নবুওতের দাবীর পূর্ববর্তী জীবন সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকে। কিন্তু এই প্রমাণ এমন নয় যে, সকলেই ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। এ জন্য মক্কাবাসিগণের জন্য তো তাঁহার নবুওতের দাবীর পূর্ববর্তী জীবন প্রমাণ হইতে পারিত, কিন্তু মদীনাবাসীদের জন্য ইহা দলীল ছিল না। কারণ, তাহারা তাঁহার ঐ জীবন দেখে নাই। ইয়ুরোপবাসিগণের জন্য তাঁহার ঐ জীবন হুজ্জৎ হইতে পারিত না। কারণ, তাহারা দেখিবার সুযোগ পায় নাই। সিরিয়াবাসিগণের নিকট তাঁহার নবুওতের দাবীর পূর্বেকার জীবন দলীল হইতে পারিত না! কারণ, তাহারা সেই জীবন দেখে নাই। সেইরূপ চীন, জাপান রাশিয়া, ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি দেশবাসিগণের জন্য ঐ জীবন প্রমাণ হইতে পারিত না। কারণ তাহারা তাহা দেখ নাই। তাহারা যখন জিজ্ঞাসা করিবে যে, তাঁহার সত্যের প্রমাণ কি, তখন তাহাদিগকে বলিবার জন্যও তাঁহার সত্যের কোন দলীল চাই। সেই দলীল এই যে, আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার সম্বন্ধে পূববর্তী নবীগণের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করাইয়াছিলেন, যাহা তাহাদের ধর্ম-গ্রন্থগুলিতে বিদ্যমান। ঐ গুলি দ্বারা এই নবীর সত্য সহজে জানা যায়।

এখানে আমি একটি সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি। খৃষ্টানদের ধারণা, পূর্ববর্তী নবীর ভবিষ্যদ্বাণী না থাকেলে কেহ সত্য নবী হইতে পারে

না এবং তাহারা এই প্রকারে রসুল করীম সাল্লাল্লহু আলাইহে ও সাল্লামের সত্যের উপর হামলা করে। কারণ তাহারা রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম সম্বন্ধে তাহাদের ধর্ম পুস্তকগুলিতে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, গীর্জার প্রতি আরোপ করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে, এইগুলি তো গীর্যা সম্বন্ধে, তাঁহার সম্বন্ধে নয়। এ সম্পর্কে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাও একটি প্রমাণ— লোকের সুবিধার জন্য, কিন্তু অকাট্য নয়। আর এক প্রকার প্রমাণ আছে, যাহা ছাড়া কোন কথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই দলীল তদ্রূপ নয়। আমি তো খৃষ্টানদিগকে বলিয়া থাকি, যদি একথা সত্য হইয়া থাকে যে প্রত্যেক নবীর জন্য তাঁহার পূর্ববর্তী কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী থাকা অত্যাবশ্যক, তবে তোমরা বল যে হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামের সত্যের প্রমাণ কি? তাহারা বলে, হযরত ঈসা সম্বন্ধে হযরত মুসার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হযরত মুসার সত্যের প্রমাণ কি? তাহারা বলে হযরত মুসা সম্বন্ধে হযরত ইব্রাহীমের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, হযরত ইব্রাহীমের সত্যের প্রমাণ কি? তাহারা বলে, হযরত ইব্রাহীম সম্বন্ধে হযরত নূহের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, হযরত নূহের সত্যের দলীল কি? তাহারা বলে, হযরত নূহ সম্বন্ধে হযরত আদমের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করি, ভাল, হযরত আদমের সত্যের প্রমাণ কি, বল।

যেহেতু তাহাদের বিশ্বাস এই যে, হযরত আদম হইতেই বর্তমান মানুষ জাতির উদ্ভব হইয়াছে এবং তাঁহার পূর্বে কোন নবী হন নাই, এ জন্য তাহারা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না যে, হযরত আদম আলাই-হেস্ সালামের সত্যের দলীল কি? এখানে পৌঁছিয়া তাহারা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, এমন ভাববাদীও হইতে পারেন, যাঁহার সম্বন্ধে পূর্ববর্তী কোন ভাববাদী সংবাদ দেন না।

সুতরাং এই যুক্তি এমন কোন প্রমাণ নয়, যাহা অকাট্য অখণ্ডনীয়। শুধু সুবি-ধার্থে আল্লাহ্-তা'লা এরূপ করিয়া থাকেন, যাহাতে সমাগত নবীর জন্য সহজ হয় এবং যখন তিনি খোদা-তা'লার নিকট হইতে এল্‌হাম পাইয়া দাবী করেন, তখন লোকের জন্য মানা সহজ হইয়া পড়ে।

এই প্রকারেই হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দাবী করিলে, কাদিয়ান ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের জন্য তাঁহার নবুওতের দাবীর পূর্বেকার জীবন দলীল ছিল। কিন্তু তাঁহার এই পবিত্র জীবন পাঞ্জাব, হিন্দুস্থান এবং অন্যান্য সব দেশের অধিবাসীগণের জন্য দলীল হইতে পারিত

না। তাহাদের জন্য তাঁহার সত্যের এক দলীল আল্লাহ্-তা'লা এই দিয়াছেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্য-দ্বাণী ছিল।

সুতরাং, নবীগণের সত্য প্রমাণার্থে (১) প্রথম জিনিষ তো এই যে, তাঁহাদের পূর্ববর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী থাকে। (২) দ্বিতীয়, খোদা-তা'লা তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করাইয়া থাকেন। তাহা যথাসময়ে পূর্ণ হইয়া জগদ্বাসীর জন্য দলীল হয়। (৩) তৃতীয়, প্রত্যেক নবীর পর আগমনকারী নবী তাঁহার সত্যের সমর্থন করেন। দৃষ্টান্ত স্থলে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম হযরত ঈসা ও অন্য সমস্ত নবীদের সত্যের সমর্থন করেন। যেভাবে খৃষ্টানেরা হযরত ঈসা আলাইহেস্ সালামকে পৃথিবীর নিকট উপস্থিত করিয়াছিল, ঐ ভাবে তো কোন একেশ্বরবাদী তাঁহাকে নবী মানিতে পারিত না। কারণ খৃষ্টানেরা বলে, হযরত ঈসা খোদা--তা'লার পুত্র। এখন, এক জন মানুষকে খোদার পুত্র নির্ধারণকে মুসলমান কেন, একেশ্বরবাদী মাত্রই কেহ বরদাশত করিতে পারে না। হযরত ঈসাকে 'খোদা-তা'লার প্রিয় হওয়া' অর্থে পুত্র বলিয়া স্বীকার করাই এক কথা। আর 'প্রকৃতই পুত্র' বলিয়া স্বীকার করাই অন্য কথা, যাহা কোন তৌহীদ ভক্তই করিতে পারে না। তারপর, মুসলমাদের জন্য যাহারা গোড়ায় তৌহীদের শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে, খৃষ্টাদের উপস্থিতকৃত ঈসাকে নবী বলিয়া মানা কত কঠিন ছিল। সুতরাং, যখন কোরআন করীম বলিল যে, হযরত ঈসা খোদা-তা'লার সত্য ও সাধু নবী ছিলেন, তখন মুসলমানগণ আর কোন প্রমাণ ছাড়াই তাঁহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করিল। বাকী রহিল, খ্রীষ্টানেরা হবরত ঈসা আলাইহেস্ সালামকে খোদা-তা'লার পুত্র নির্ধারণ করা। তাহাদের এই দাবী আগাগোড়া ভুল। তাহাদের উপস্থিত-কৃত ঈসাকে—তৌহীদের সহিত যাহার একচুও সম্পর্ক আছে—নবী মানার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না।

সেইরূপ, যদি কেহ হযরত রামচন্দ্রজি বা হযরত কৃষ্ণের প্রতি কোন বৃথা কথা আরোপ করে, তবে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম তাঁহাদের নবুওতের সত্য সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া আমরা বলি না যে হযরত রামচন্দ্রজি বা হযরত কৃষ্ণ মিথ্যা-বাদী ছিলেন, বরং আমরা বলি অমূলক কথাগুলি তাঁহাদের প্রতি আরোপকারীরা নিজেই মিথ্যাবাদী। সুতরাং যদি কেহ হযরত রামচন্দ্রজি বা হযরত কৃষ্ণের প্রতি এমন কথা আরোপ করে, যাহা সত্যপরায়ণ সাধু মহাপুরুষগণের মর্যাদার বিরোধী, তবে আমরা এই বলিব না যে বাস্তবিকই তাঁহারা এইরূপ

ছিলেন; বরং আমরা বলিব যে, এই প্রকার কথা যাহারা বলে তাহারাই মিথ্যাবাদী।

এখন দেখ, নবীগণকে মানার বিষয় কত সহজ হইয়া পড়িয়াছে। কোরআন করীম আমাদিগকে নবীগণের সত্যের এক সন্ধান দিয়াছে:

ان من امة الا خلا فيها نذير

"কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে খোদা-তা'লা তাঁহার কোন সতর্ককারীকে পাঠান নাই।" তারপর খোদা-তা'লা কোরআন করীমে অনেক নবী সম্বন্ধে বলেন যে তাঁহাদের তিনি সুনাম রক্ষা করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, সুনামও অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। এই জন্যই আল্লাহ্-তা'লা এই নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রত্যেক নবী তাঁহার পূর্ববর্তী নবীর সত্যের সমর্থন করেন। রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম শেষ শরীয়তদাতা নবী ছিলেন বলিয়া তিনি পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যের সমর্থন করেন। হযরত হুদ, হযরত সালেহ ও হযরত শুয়ায়েব বনি ইসরাইলীয় ছিলেন না। কিন্তু তিনি তাঁহাদেরও নবুওতের সত্য সমর্থন করেন। সেইরূপ তিনি সংক্ষেপে বলিয়াছেন: "ইন্নিন্ উম্মাতিন্ ইল্লা খালা ফিহা নাযিরা" অর্থাৎ, "পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহাদের মধ্যে নবী আসেন নাই।"

এখন যদি চীনবাসী বলে যে তাহারা কনফিউসাসকে নবী মানে, তবে আমরা কোরআন করীমের হুকুম অনুসারে তাঁহাকে নবী মানিতে বাধ্য। সেইরূপ, গ্রীসবাসী যদি বলে যে, সক্রেটিস্ মানুষকে পুণ্যের দিকে আহবান করিতেন এবং তিনি নবী ছিলেন, তবে আমরা বলিব যে সত্যই তিনি নবী ছিলেন। বরং আমরা তো গ্রীসবাসীর কৃতজ্ঞ হইব, যদি তাহারা আমাদিগকে বালে যে গ্রীসেও এক জন নবী হইয়াছিলেন। নচেৎ, আশ্চর্যের কথা! অন্য সব দেশেই তো খোদা-তা'লার নবী হইয়াছেন, গ্রীসে হন নাই কেন?

বস্তুতঃ, এই তিনটি বড় দলীল নবীগণের সত্য নিরূপণের। এ জন্য প্রথম প্রথম এই যে উদ্ধৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে ও আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আমি মনে করিতাম যে, হযরত মসিহ্ মাউদ আলাইহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার পর আগমনকারী কোন 'মামুর' সম্বন্ধে

ছিল। কারণ আমি মনে করিতাম তাঁহার পরে যিনি আসিবেন, তাঁহার জন্যও কোন ভবিষ্যদ্বাণী থাকা চাই। এই জন্য আমি এই ভবিষ্যদ্বাণীকে তাঁহার পর আগমনকারী কোন মামুরের প্রতি আরোপ করিতাম। কিন্তু পরে আমি চিন্তা করিলে বুঝিতে পরিয়াছি যে, ভবিষ্যতে আগমনকারী 'মামুর' সম্বন্ধে আরো অনেক ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার অহীতে আছে এবং যে হেতু এই ভবিষ্যদ্বাণী মুস্‌লেহ্ মাওউদ সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়, ঐ গুলির সহিত মিশে—এবং যে সকল শব্দ ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত হইয়াছে প্রায় সেই অর্থ বোধক শব্দগুলি ইহাতে আছে, সে জন্য আমি বুঝিতে পারি না যে এই উদ্ধৃতিকে এখন কোন 'মামুরের' প্রতি প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন। কারণ, হযরত মসিহ্ মাওউদ আলাইহেস্ সালামের অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী সেই 'মামুরের' জন্য আছে। অন্য কথায়, পূর্বে আমি এই মনে করিতাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আমার উপর প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন আরো ভবিষ্যদ্বাণী এক জন 'মামুর' সম্বন্ধে পাওয়া গিয়াছে, তারপর এই প্রয়োজন থাকে নাই যে এই ভবিষ্যদ্বাণীকেও অবশ্যই কোন মামুরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং খুবই সম্ভবপর যে, ইহা মুসলেহ্ মাওউদ সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী। ইহার শব্দগুলি এবং মুস্‌লেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দগুলির সহিত পরস্পর মিশিয়া যায়।

'দৈনিকআল্-ফজল', এবং 'আল্‌ফু করান,' 'মিস্‌বাহ', 'আনসারুল্লাহ্ 'খালেদ' এবং 'তশ্‌হীজুল্ আয্‌হান' রাবওয়ার এই মাসিক পত্রগুলি উর্দু পাঠকগণের রুহানী পরম আনন্দের সামগ্রী।

মুস্‌লেহ্‌ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও আহ্‌মদীয়া জামাতের কর্তব্য

—হযরত সাহায়েদানা মুস্‌লেহুল্‌-মাওউদ
(আতালাল্লাহু বাকাহু)

(১)

আমি এই প্রসঙ্গে যেখানে আপনাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, খোদাতা'লা আপনাদের সম্মুখে হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সাতালাতু ওয়াস্‌ সালামের মুসলেহ্‌ মাওউদ সংক্রান্ত এই ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করিয়াছেন, সেখানে আমি ঐ সকল দায়িত্বের প্রতিও আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি, যাহা আপনাদের উপর ন্যাস্ত হইয়াছে। আপনারা যাহারা আমার এই ঘোষণার সমর্থক, আপনাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য আপনাদের মধ্যে পরিবর্তন আনা, আপনাদের শেষ রক্ত-বিন্দুটুকুও ইস্‌লাম ও আহ্‌মদীয়তের জয় ও সাফল্যের জন্য বহাইতে প্রস্তুত হওয়া। কোন সন্দেহ নাই, খোদা-তা'লা এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়াছেন বলিয়া আপনারা আনন্দিত হইয়াছেন, বরং আমি বলিতেছি যে, আপনারা নিশ্চয়ই আনন্দিত হওয়া উচিৎ। কারণ হযরত মসিহ মাউদ আলাইহেস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালাম নিজেই লিখিয়াছেন, "তোমরা আনন্দিত হও, আনন্দ-উৎফুল্ল হও। ইহার পর এখন আলোক আসিবে।" সুতরাং আমি আপনাদিগকে আনন্দিত হওয়ায় বাধা দেই না। অবশ্যই আপনারা আনন্দিত হউন, আনন্দে উচ্ছাসিত হউন ও ঝম্প দিন। কিন্তু আমি বলি, এই আনন্দ ও আনন্দ-ভরে ঝম্পে আপনারা আপনাদের দায়িত্ব ভুলিবেন না। স্বপ্নে খোদা আমাকে যেমন দেখাইয়াছেন যে আমি দ্রুত দৌড়াইয়া চলিয়াছি এবং ভুমি

আমার পায়ের নীচে হ্রস্বীভূত হইতেছে, তেমনি আল্লাহ্-তা'লা এল্হামরূপে আমার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, আমি দ্রুত—অতিশয় দ্রুত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু ইহারই সহিত আপনাদেরও উপর এই কর্তব্য আসিয়া পড়ে যে, আপনাদের চলন দ্রুত করুন এবং আপনাদের মন্থরগতি পরিত্যাগ করুন।

ধন্য সেই, যে আমার সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে এবং দ্রুত উন্নতির পথে চলে। আল্লাহ্-তা'লা দয়া করুন ঐ ব্যক্তির প্রতি, যে অলসতা ও শৈথিল্য বশতঃ দ্রুত চলে না এবং সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে মুনফিকদের মত পশ্চাদ্ভি-মুখী হয়। যদি আপনারা উন্নতি করিতে চান, যদি আপনারা আপনাদের দায়িত্বকে যথার্থভাবে বুঝেন—তবে পায়ে পায়ে, স্কন্ধে স্কন্ধে মিশিয়া আমার সহিত অগ্রসর হউন যাহাতে আমরা কুফরের বুকে মুহাম্মদ রসুলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের পতাকা স্থাপন করিতে পারি এবং মিথ্যাকে চিরদিনের জন্য বিশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে দূরীভূত করি এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় এইরূপই হইবে। জমিন আসমান টলিতে পারে, কিন্তু খোদার কথা কখনও টলিতে পারে না।

[১৯৪৪ ননের সানা জলসার বক্তৃতাংশ]

(২)

"এই দায়িত্ব মানুষের শক্তিতে পালনের বহির্ভূত। এ জন্য আল্লাহ্-তা'লার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা ছাড়া এখন কোনই গতি নাই। খোদা-তা'লার কাজ খোদা-তা'লাই করিতে পারেন। বান্দা করিতে পারে না। যখন তিনি তাঁহার কাজ বান্দার সপোর্দ করেন, তখন উহার দুইটি অবস্থা থাকে মাত্র। হয় তো বান্দা তাহার অলসতা, শিথিলতা ও আত্মম্ভরিতা দ্বারা কাজ নষ্ট করে এবং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি আনে, বা তাহার প্রকৃত অবস্থাকে বুঝিতে পারিয়া আল্লাহ্-তা'লার হুযুরে প্রণত

হয় এবং এমন নম্র হইয়া এতই ধৈর্যের সহিত তাঁহাকে ধরে যে, অবশেষে তাঁহার দয়ায় আবেগ আসে, তিনি সেই বান্দাকে তাঁহার অঙ্কে তুলিয়া নেন এবং তাহার বাহু তাঁহার হাতে ধরিয়া তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া দেন। খোদা করুন, আমরা সকলেই এই দলভুক্ত হই এবং কোমর ভঙ্গকারী এই বোঝাকে কোন প্রকার পদস্খলন ব্যতীত গন্তব্যে পৌঁছাইতে সমর্থ হই। আল্লা-হুম্মা, আমিন!

['আল্ ফযল', ১৯৫২ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী]

★

তারুয়া (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)

আঞ্জুমন আহ্‌মদীয়ার সালানা জল্‌সা

৯ই, ১০ই মার্চ / ২৪শে ও ২৫শে ফাল্গুন, শনিও রবিবার।

সকলের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আকদসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহ্‌মদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ	" "	৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ	" "	২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ	" "	৮০৲
" " " অর্ধ	" "	৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar